হাদিসে রসূলে

তাওহীদ রিসালাত আখিরাত

আবদুস শহীদ নাসিম

হাদিসে রসূলে

তাওহীদ
রিসালাত
আখিরাত

শতাব্দী প্রকাশনী

হাদিসে রসূলে

তাওহীদ রিসালাত আখিরাত

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

হাদিসে রসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 978-984-645-091-0

শ. প্র : ০৪

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭

ফোন- ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com.

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ : ১৯৮৭

সপ্তম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৩

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৪৫.০০ টাকা মাত্র

HADIETHE RASULE TAWHEED RESALAT AKHIRAT By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8317410, 01753422296. E-mail:shotabdipro@yahoo.com.First Edition : 1987, 7th Print : October 2013.

Price Tk. 45.00 Only

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিখিল জগতের রব। সালাত ও সালাম মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি, যিনি মানবজাতির নিকট পূর্ণরূপে আল্লাহর হিদায়াত পৌঁছে দিয়েছেন।

অতপর, সম্মানিত পাঠকগণের নিকট কয়েকটি কথা আরয করছি :

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে- ঈমান। বীজ থেকে যেমন অংকুরিত হয় গাছ, তেমনি ঈমানের বাস্তবরূপ হচ্ছে ইসলাম। ঈমানের বীজ কারো অন্তরে বপন করা হলে তার থেকে অংকুরিত হবে ইসলাম নামক গাছ। এর মূল ও শিকড় যার অন্তরের যতোটা গভীরে বদ্ধমূল হবে, তিনি হবেন ততোটা খাঁটি ও উন্নত মুসলিম। আর এই ঈমানের মৌলিক বিষয় হচ্ছে- তাওহীদ রিসালাত আখিরাত। সুতরাং 'তাওহীদ রিসালাত আখিরাত' সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই যথার্থ জ্ঞান লাভ করা কর্তব্য।

ইতোপূর্বে আমরা 'ঈমানের পরিচয়' নামে একটা বই লিখেছি। তাতে ঈমানিয়াতের সকল দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। তবে সেই বইটি ছিলো বিশেষভাবে কুরআনের আলোকে। এখন ঈমানিয়াতের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সংকলন করেছি এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করে দিয়েছি।

এ সংকলনে তিনটি বিষয়ের উপর তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনাতে সে সংক্রান্ত জরুরি কুরআনের আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি, যাতে করে পাঠকগণ, কুরআনের আলোকে হাদিসগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কুরআনের আয়াতও স্মরণ রাখেন।

ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের জন্যে এই সংকলনটি আশা করি বেশ উপকারী হবে। কুরআন হাদিসের আলোকে ঈমানের তিনটি মৌলিক দিক সম্পর্কে এ বই থেকে তারা দলিল-প্রমাণসহ সঠিক বিশ্বাস ও দৃষ্টি ভংগি অর্জন করতে পারবে।

হে আল্লাহ! তুমি এ গ্রন্থটিকে তার সংকলকের পরকালীন নাজাতের উপায় হিসেবে কবুল করো এবং পাঠকগণের পথ চলার পাথেয় বানিয়ে দাও। আমিন।

আবদুস শহীদ নাসিম
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ ইং

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

ইলমে হাদিসের কথা

● হাদিসের পরিচয়

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. নবী হিসেবে যা কিছু বলেছেন, করেছেন এবং সম্মতি ও সমর্থন দিয়েছেন তা-ই হাদিস। আরো ব্যাপক অর্থে সাহাবী এবং তাবিয়ীদের কথা ও সম্মতিকেও হাদিস বলে। অবশ্য ইলমে হাদিসের পরিভাষায় সাহাবী এবং তাবিয়ীগণের কথা এবং সম্মতিসূচক হাদিসসমূহকে 'আছার' বলা হয়।

● হাদিস ও সুন্নাহ

'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ হলো- কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি ও চলারপথ। উসূলে হাদিসের পরিভাষায় রসূল মুহাম্মদ সা.-এর অনুসৃত ও কর্মনীতিকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। প্রাচীন উলামায়ে কিরাম হাদিস এবং সুন্নাহর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য করতেননা। অতীতে মুহাদ্দিসগণ এই উভয় শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করতেন। তবে উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য এতোটুকু করা যায় যে, হাদিস হলো- রসূল সা.-এর যুগ এবং তাঁর সামগ্রিক কার্যক্রম, কথা, কাজ, সম্মতি ও আচরণের বিবরণ। আর সুন্নাহ হলো রসূল হিসেবে দীনের মধ্যে তাঁর অনুসৃত সার্বিক নীতি ও কর্মপন্থা।

● রসূল

হাদিস শাস্ত্রে 'আননবী' ও 'রসূলুল্লাহ' বলতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কে বুঝানো হয়। তিনি ৫৭১ ঈসায়ীতে মক্কার কোরায়েশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আব্দুল্লাহ এবং মাতা আমিনা। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নূর পাহাড়ের হেরা গুহায় নবুয়্যত লাভ করেন। তেইশ বছর যাবত তাঁর প্রতি অহী নাযিল হতে থাকে। তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআন। তাঁর

এই তেইশ বছরের নবুয়্যত ও রিসালাতের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের বিবরণ হচ্ছে 'সুন্নাহ', যা হাদিস আকারে লিপিবদ্ধ আছে।

● সাহাবী

হাদিস শাস্ত্রে 'সাহাবী' বলা হয় সেইসব লোকদের যাঁরা ঈমান আনার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, কিংবা তাঁকে দেখেছেন এবং অন্তত তাঁর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, অথবা অন্তত তাঁকে একবার দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন।

● তাবেয়ী

যেসব ঈমানদার লোক সাহাবীদের নিকট থেকে হাদিস শিক্ষা করেছেন, কিংবা অন্তত কোনো সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন-তাঁদের 'তাবেয়ী' বলা হয়।

● তাবে তাবেয়ী

যেসব ঈমানদার লোক তাবেয়ীদের নিকট থেকে দীনি ইলম এবং বিশেষভাবে হাদিস শিক্ষা লাভ করেছেন– তাঁদের 'তাবে তাবেয়ী' বলা হয়।

● রাবী

হাদিস বর্ণনাকারীকে 'রাবী' বলে, আর রাবীর বর্ণনাকে 'রেওয়ায়েত বা 'হাদিস' বলে।

সাহাবায়ে কিরাম রা. প্রথম স্তরের রাবী। কেননা তাঁরা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অতপর তাবেয়ীগণ, তারপর তাবে-তাবেয়ীগণ।

● সনদ ও মতন

হাদিস সংকলনকারীগণ তাঁদের সংকলণে রসূলুল্লাহ সা. থেকে আরম্ভ করে তাঁদের পর্যন্ত হাদিস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক নাম উল্লেখ পূর্বক প্রতিটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেকটি বর্ণনা দুইভাগে বিভক্ত: (১) রাবী বা বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিক তালিকা। হাদিসের পরিভাষায় এ অংশকে বলা হয় 'সনদ' বা সূত্র। (২) দ্বিতীয়ত হাদিস অংশ। এ অংশের পারিভাষিক নাম- 'মতন'।

● মুহাদ্দিস

যারা হাদিস চর্চা করেন, হাদিস শিক্ষা দেন, হাদিসের সনদ-মতন, বিশুদ্ধতা অশুদ্ধতা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর গভীর পান্ডিত্য রাখেন, তাঁদের 'মুহাদ্দিস' বলা হয়।

● শাইখ

হাদিস শিক্ষাদানকারী মুহাদ্দিসকে তাঁর ছাত্রদের তুলনায় 'শাইখ' বলা হয়।

● হাফিযে হাদিস

(সাহাবী এবং তাবেয়ীদের যুগের পরের) যে, মুহাদ্দিস সনদ ও মতনের বিস্তারিত বিবরণসহ এক লক্ষ হাদিস আয়ত্ব করতে পেরেছেন, তাঁকে 'হাফিযে হাদিস' বলা হয়। এরূপ তিন লক্ষ হাদিস যিনি আয়ত্ব করতে পেরেছেন, তাঁকে 'হুজ্জতে হাদিস' বলা হয়। আর সমস্ত হাদিস আয়ত্বকারীকে বলা হয় 'হাকীমে হাদিস'।

● সিহাহ্ সিত্তা

সিহাহ সিত্তা মানে- ছয়খানা সহীহ হাদিসগ্রন্থ। সেগুলো হচ্ছে:

১. **সহীহ্ বুখারি :** মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারি (১৯৪-২৫৬ হি:)
২. **সহীহ্ মুসলিম :** মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরি (২০২-২৬১ হি:)
৩. **জামেয়ে তিরমিযি :** আবু ঈসা তিরমিযি (২০৯-২৭৯ হি:)
৪. **সুনানে আবু দাউদ :** আশআস ইবনে সুলাইমান (২০২-২৭৫ হি:)
৫. **সুনানে নাসায়ী :** আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী (মৃত্যু-৩০৩ হি:)
৬. **সুনানে ইবনে মাজাহ :** মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (মৃত্যু-২৭৩ হি:)

● হাদিসের প্রকারভেদ

সংজ্ঞাগত ভাবে হাদিস তিন প্রকার :

১. নবী করীম সা.-এর মুখনিসৃত কথা বা বাণীকে 'কওলী' হাদিস বলা হয়।
২. তাঁর কাজ, কর্মপন্থা ও বাস্তব আচরণকে 'ফি' লী' হাদিস বলা হয়। আর
৩. তাঁর সম্মতি ও অনুমোদনপ্রাপ্ত বিষয়গুলোকে বলা হয় 'তাকরিরি হাদিস'।

● হাদিসের বর্ণনাগত প্রকারভেদ

হাদিস বিশারদগণ বর্ণনাগতভাবে হাদিসসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা গেলো :

খবরে মুতাওয়াতির : ঐ হাদিসকে 'খবরে মুতাওয়াতির' বলে, প্রত্যেক যুগেই যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এতো অধিক, যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব।

খবরে ওয়াহিদ : খবরে ওয়াহিদ সে হাদিসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছায়নি। মুহাদ্দিসগণ এরূপ হাদিসকে তিনভাগে করেছেন :

ক. মশহুর : বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোনো যুগেই যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিলনা।

খ. আযীয : যার বর্ণনাকারী সংখ্যা কোনো যুগেই দুই-এর কম ছিলনা।

গ. গরীব : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো কোনো যুগে এক পর্যন্ত নেমেছে।

মারফু : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র রসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে 'মারফু হাদিস' বলে।

মওকুফ : যে হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা (সনদ) সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ কোনো সাহাবীর কথা বা কাজ যে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মওকুফ হাদিস' বলে।

মাকতু : তাবেয়ী পর্যন্ত যে হাদিসের সূত্র পৌঁছেছে তাকে 'মাকতু হাদিস' বলে।

মুত্তাসিল : উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রয়েছে এবং কোনো পর্যায়ে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য থাকেনি এরূপ হাদিসকে 'মুত্তাসিল হাদিস' বলে।

মুনকাতি : যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন না থেকে মাঝখান থেকে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য বা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে 'হাদিসে মুনকাতি' বলে।

মুয়াল্লাক : যে হাদিসের সনদের প্রথম থেকে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যায় কিংবা যার গোটা সনদ উহ্য থাকে এরূপ হাদিসকে 'হাদিসে মুয়াল্লাক' বলে।

মু'দাল : যে হাদিসে ধারাবাহিকভাবে দুই বা ততোর্ধ্ব বর্ণনাকারী উহ্য থাকে, তাকে মু'দাল বলে।

মুরসাল : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে তাবেয়ী এবং রসূল সা.-এর মাঝখানে সাহাবী রাবীর নাম উহ্য হয়ে যায় তাকে 'মুরসাল হাদিস' বলে।

শায : ঐ হাদিসকে 'শায' বলে, যে হাদিসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, কিন্তু সে হাদিস তার চেয়েও অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।

মুনকার ও মারূফ : কোনো 'জয়ীফ' (দুর্বল) রাবী যদি কোনো 'সেক্বাহ' (বিশ্বস্ত) রাবীর বর্ণনার বিপরীত হাদিস বর্ণনা করে, তবে জয়ীফ রাবীর হাদিসকে 'মুনকার' এবং সেক্বাহ রাবীর হাদিসকে মারূফ বলে।

মুয়াল্লাল : মুয়াল্লাল হলো সে হাদিস, যে হাদিসের সনদে এমন সুক্ষ্ম ত্রুটি থাকে, যা কেবল হাদিস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পরখ করতে পারেন।

সহীহ : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মওজুদ, তাকে সহীহ

হাদিস বলে :

ক. মুত্তাসিল সনদ। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র,
খ. সেক্বাহ অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী,
গ. স্বচ্ছ স্মরণ শক্তি
ঘ. শায নয় এবং
ঙ. মুয়াল্লাল নয়।

হাসান : 'স্বচ্ছ স্মরণশক্তি' ব্যতীত সহীহ্ হাদিসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যে হাদিসে পাওয়া যায়, তাকে 'হাসান হাদিস' বলে।

জয়ীফ : যে হাদিসে উপরোক্ত সকল বৈশিষ্ট্য কিংবা কোনো কোনোটায় উল্লেখযোগ্য ক্রটি থাকে, তাকে 'জয়ীফ হাদিস' বলে।

জয়ীফ হাদিস সে অবস্থায় কিছুতেই গ্রহণ করা যায়না, যখন বর্ণনাকারীদের তাকওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে। এরূপ হাদিসকে 'হাদিসে মওদু' বা 'মনগড়া হাদিস' বলে।

● এ গ্রন্থে যেসব সাহাবীর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে

এ গ্রন্থে নিম্নলিখিত সাহাবীগণের বর্ণনা সংকলিত হয়েছে :

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. : ইনি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা.-এর পুত্র। কিশোর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পিতার সংগে হিজরত করেন। বয়স কম থাকার কারণে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। খন্দক যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিলো পনের বছর। তিনি রসূল সা.-কে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। অধিক অধিক নফল নামায, নফল রোযা ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বেশিরভাগ সময় মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন। যে ক'জন সাহাবী হাজারেরও অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১৬৩০। হযরত উমরের পরে লোকেরা তাঁকে খলিফা বানানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাঁর পিতা উমর রা. এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইয়াযিদকে খলিফা বানানোর ব্যাপারে তিনি হযরত মুয়াবিয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি চুরাশি বছর বয়সে ৭৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. : ইনি ছিলেন রসূল সা.-এর চাচা হযরত আব্বাসের রা. পুত্র। একেবারে কিশোর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম সা.-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিলো দশ বছর। রসূল সা. তাঁর জন্যে দোয়া করেছিলেন, তিনি যেনো দীনি ইলম এবং কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বুৎপত্তি লাভ করতে পারেন। নবী করীম দোয়া

কবুল হয়েছিল আর তাঁর দোয়াতো কবুল হয়েই থাকে। আব্দুল্লাহ রা. শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ও ফকীহ্র মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অল্প বয়স্ক থাকা সত্তেও হযরত উমর তাঁর পরামর্শ সভায় তাঁকে রাখতে ভালোবাসতেন। আবু হুরাইরার রা. পর তিনিই সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেন। অবশ্য তাঁর অধিকাংশ বর্ণনা সাহাবীদের সূত্রে। সর্বমোট তাঁর বর্ণনার সংখ্যা ২৬৬০। শেষ বয়সে তায়েফে বসবাস করতেন এবং সেখানেই ৬৮ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিলো ৭১ বছর।

৩. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. : ইনি ছিলেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রিয় স্ত্রী। ছয় বছর বয়সে নবী পাকের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। নবী করীম সা.-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র কুমারী। প্রথম খলিফা এবং রসূল সা.-এর সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকরের রা. কন্যা ছিলেন তিনি। হযরত আবু মূসা আশআরি বলেন: রসূল সা.-এর সাহাবীদের মধ্যে কোনো হাদিসের ব্যাপারে যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিতো, আমরা অবশ্যি আয়েশার রা. কাছে তার সমাধান পেয়ে যেতাম। আবু হুরাইরা এবং ইবনে আব্বাসের রা. পর তিনিই সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ২২১০। ৫৮ হিজরিতে ৬৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। নবী পাক সা.-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিলো আঠার বছর।

৪. আবু হুরাইরা রা. : তাঁর আসল নাম আবদুর রহমান। সাহাবীদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন সোফফার অধিবাসী। নবী পাকের সংগে সংগে থেকে তাঁর প্রতিটি কথা তিনি মনে রাখতেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ৫৩৭৪। তিনি ৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

৫. মুয়ায ইবনে জাবাল রা. : মুয়ায রা. ছিলেন খাযরাজ গোত্রীয় যুবক আনসার সাহাবী। আঠার বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম সা. মুয়াযকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইয়েমনে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেইসব মহান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের বর্ণনা সংখ্যা একশ থেকে পাঁচশ। তিনি আঠার হিজরিতে তেত্রিশ বছর বয়সে ইহকাল ত্যাগ করেন।

৬. আনাস রা. : আনাস ইবনে মালিক রা. ছিলেন খাযরাজ বংশীয় আনসার সাহাবী। তাঁর মা উম্মে সুলাইম রা. এবং উম্মে সুলাইমের স্বামী আবু তালহা রা. তাঁকে রসূল সা.-এর খিদমতে হাযির করেন। তার মা বলেছিলেন: হে রসূলাল্লাহ, আমার ছেলে আনাসকে আপনার খিদমতের জন্যে হাযির করেছি। আপনি তার জন্যে দোয়া করুন। সেই থেকে তিনি খাদিম হিসেবে রসূল সা.-এর সান্নিধ্যে থেকে যান। তিনি ছিলেন খুবই

বুদ্ধিমান ও সুবিজ্ঞ। একবার তার মা তাঁকে চিন্তিত দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন: আনাস, তোমাকে কিসে চিন্তায় ফেলেছে। বললেন: নবী পাক সা. তাঁর একটি প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়েছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন : কী-সে প্রয়োজন। তিনি বললেন: বিষয়টি গোপন। মা বললেন: নবীপাকের গোপন বিষয় কারো নিকট বলোনা।' তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১২৮৬। ৯৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিলো ১০৩ বছর। কথিত আছে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি সর্বশেষে ইহকাল ত্যাগ করেন।

৭. আবুযর গিফারি রা. : ইনি ছিলেন গিফার গোত্রীয় লোক। প্রাথমিক যুগে মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ এবং নির্যাতিত হন। পরে হিজরত করেন। তিনি মনে করতেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কারো কাছে থাকা জায়েয নয়। অন্য সকল সাহাবীদের মতে এটা যাকাত বিধান নাযিল হবার পূর্বের বিষয়। এই ভিন্নমত পোষণের জন্যে শেষ জীবনে তাঁকে নির্বাসনে থাকতে হয়। তিনি বত্রিশ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. : ইনি ছিলেন আমর ইবনুল আসের রা. পুত্র। পিতার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে, তিনি অবিরামভাবে রোযা রাখতেন। বিনিদ্র রজনী জেগে নামায পড়তেন। এবং প্রতিরাত্রে কুরআন খতম করতেন। বিষয়টা নবী পাক সা. জানতে পারলে তিনি তাঁকে শরীর ও স্ত্রীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেন। তিনি পঁয়ষট্টি হিজরিতে বাহাত্তর বছর বয়সে ইহকাল ত্যাগ করেন।

৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. : জাবিরের রা. পিতা আব্দুল্লাহ রা. উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। জাবিরের রা. বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১৫৬০। এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি আগে আগে উট চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীপাক সা. বুঝলেন, তিনি নববিবাহিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জাবির, বিয়ে করেছো? জাবির বললেন, জী-হাঁ। তিনি বললেন: কুমারী না বিধবা বিয়ে করেছো। জাবির বললেন: বিধবা বিয়ে করেছি। তিনি বললেন: কুমারী বিয়ে করলে তো তার সাথে আমোদ-স্ফুর্তি করতে পারতে। জাবির বললেন: আমার পিতা অনেকগুলো ছোট ছোট সন্তান রেখে গেছেন। তাদের প্রতিপালনের জন্যে বিধবা বিয়ে করেছি।' তিনি ৭৮ হিজরিতে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

১০. সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ রা. : ইনি তায়েফের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতাও সাহাবী ছিলেন। হুনাইন যুদ্ধের পর সকীফ প্রতিনিধি দলের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।

১১. আবু সায়ীদ খুদরি রা. : তাঁর আসল নাম সাআদ ইবনে মালিক

ইবনে সিনান। তিনি বনি অখদরা গোত্রের লোক। তিনি সাহাবী আলেমদের অন্যতম। ১১৭০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ৭৪ হিজরিতে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১২. উবাদা ইবনে সামিত রা. : তিনি ছিলেন সম্মানিত আনসার সাহাবী। আকাবার উভয় বায়াতে তিনি শরীক ছিলেন। কুরআন শিক্ষাদানের জন্যে হযরত উমর রা. তাঁকে সিরিয়া প্রেরণ করেছিলেন। ৩৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৩. আবু দারদা রা. : ইনিও ছিলেন আনসার সাহাবী। তাঁর একটি বাগান ছিলো, তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।

এছাড়াও এ বইতে নিম্নোক্ত সাহাবীগণের বর্ণনা সংকলিত হয়েছে :

১৪. আবু মাসউদ রা.।

১৫. বারা ইবনে আযিব রা.।

১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফফাল রা.।

১৭. আদী ইবনে হাতিম রা.।

১৮. আবু মা'বাদ রা.।

● যেসব গ্রন্থ থেকে এ গ্রন্থে হাদিস সংকলিত হয়েছে

১. সহীহ বুখারি।
২. সহীহ মুসলিম।
৩. সুনানে আবু দাউদ।
৪. জামেয়ে তিরমিযি।
৫. সুনানে নাসায়ী।
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ।
৭. মুআত্তা ইমাম মালিক।
৮. মুসনাদে আহমদ।
৯. মিশকাতুল মাসাবীহ।
১০. তারগীব ও তারহীব।

●

২

তাওহীদ

● **তাওহীদ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী**

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ : তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ্। সেই রহমান ও রহীম ইলাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত-১৬৩)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - (سورة الاخلاص)

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মদ!) তাদের বলো ঃ তিনি আল্লাহ, এক ও একক (তিনি)। তিনি অনন্যমুখাপেক্ষী এবং অন্য সকলেই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁরমুখাপেক্ষী। তিনি জন্মদান করেননা এবং জন্মগ্রহণও করেননি। আর তাঁর সমান ও সমতুল্য কেউই নাই।" (সূরা ইখলাস, সূরা নং ১১২)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ -

অর্থ : হে নবী বলে দাও। সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র সেই আল্লাহর, যিনি না কাউকেও পুত্র বানিয়েছেন, না তার শাসন ও সম্রাজ্যে কেউ শরীক আছে, আর না তিনি দুর্বল ও অক্ষম যে কেউ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হতে হবে।" (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-১১১)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَسَخَّرَلَكُمُ الْاَنْهَارَ وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ ج وَسَخَّرَلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَاٰتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفُوْرٌ -

অর্থ : তিনিই তো আল্লাহ, যিনি মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি নাযিল করেছেন। আর এ পানি দ্বারা তোমাদের রিযিকের জন্যে নানা প্রকার ফল ফলাদি সৃষ্টি করেছেন। তিনি নৌযানকে তোমাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত ও করায়ত্ত করে দিয়েছেন, তাঁরই হুকুমে সেগুলো নদী ও সমুদ্রে চলাচল করে। তিনি নদ-নদীগুলোকে তোমাদের উপযোগী ও অধীন করে দিয়েছেন। তিনি চাঁদ আর সূর্যকে তোমাদের সেবক করে দিয়েছেন-তারা প্রতিনিয়ত গতিবান। তিনি রাত এবং দিনকেও তোমাদের সেবক করে দিয়েছেন। তিনি সেসব কিছুই তোমাদের দিয়েছেন-যা তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছো। তোমরা যদি তাঁর দানসমূহ গণনা করতে চাও তবে তা গুণে শেষ করতে পারবেনা। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ বড়ই অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ।" (সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ৩২-৩৪)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ، لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارُ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

অর্থ : এই হচ্ছেন তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল। কারো দৃষ্টি তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনা। কিন্তু সকল দৃষ্টি তাঁর আয়ত্তে। তিনি অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।" (সূরা আল আন'আম : আয়াত ১০২-১০৩)

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِالَّذِيْ اَنْزَلْنَا -

অর্থ : অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি এবং আমাদের অবতীর্ণ নূরের কুরআনের প্রতি।" (সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-৮)

لَيْسَ الْبِرَّاَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ –

অর্থ : তোমরা পূর্ব দিকে মুখ ফিরালে কি পশ্চিম দিকে তা কোনো প্রকৃত নেকের ব্যাপার নয়। বরং প্রকৃত নেকের কাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতা, আল-কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৭৭)

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হুকুম করার ক্ষমতা নেই। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও গোলামি কবুল করবেনা। এটাই হচ্ছে সঠিক সুন্দর জীবন যাপন পন্থা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৪০)

اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا –

অর্থ : তোমাদের ইলাহ শুধুমাত্র এক ও একক ইলাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ রবের সংগে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেনো ভালো ও নেক আমল করে এবং দাসত্ব ও আনুগত্যের ব্যাপারে নিজ রবের সাথে অপর কাউকেও শরীক না বানায়।" (সূরা আল কাহাফ : আয়াত-১১০)

● আল্লাহ্‌র বাণীর সারকথা

এতোক্ষণ আল কুরআনের যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হলো, তাতে তাওহীদের মর্মবাণী ফুটে উঠেছে। এ আয়াতগুলোতে তাওহীদের যে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করা হয়েছে, তা ক্রমানুসারে সাজালে তাওহীদ সংক্রান্ত সঠিক দৃষ্টিভংগি ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সেই ছবিটি হলো :

১. মানুষের ইলাহ (হুকুমকর্তা, আইনদাতা, আশ্রয়দাতা, ত্রাণকর্তা, উপাস্য) এক ও একক।
২. তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।
৩. তিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়।
৪. তাঁর মূল নাম আল্লাহ।
৫. তিনি সর্বদিক থেকে একক।

৬. তিনি অনন্যমুখাপেক্ষী এবং অন্য সকলেই তাঁর সৃষ্টি ও মুখাপেক্ষী।
৭. তিনি কাউকেও জন্মদান করেননা।
৮. তিনি নিজেও জন্ম গ্রহণ করেননি।
৯. তাঁর সমকক্ষ ও সমতূল্য কেউ নেই।
১০. সমস্ত প্রশংসার মালিক তিনি।
১১. মহাবিশ্ব সম্রাজ্য পরিচালনায় তাঁর সন্তান কিংবা শরীকদার কিছুরই প্রয়োজন নেই।
১২. তিনি কোনো প্রকার দুর্বল কিংবা অক্ষম সত্তা নন যে, তাঁর কোনো পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন আছে।
১৩. মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবী তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন।
১৪. তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা থেকে মানুষের জীবিকা উৎপাদন করেন।
১৫. তিনিই সমুদ্রগামী নৌযানকে মানুষের আয়ত্তাধীন করেছেন।
১৬. তিনি নদ-নদী মানুষের ব্যবহার উপযোগী ও অধীন করে দিয়েছেন।
১৭. চাঁদ সূর্যকে তিনিই গতিবান এবং মানুষের সেবক বানিয়ে দিয়েছেন।
১৮. তিনিই রাত আর দিনকে মানুষের সেবা কার্যে নিয়োজিত করেছেন।
১৯. মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, তিনি সবই মানুষকে দিয়েছেন।
২০. মানুষের প্রতি তাঁর দানসমূহ মানুষ কখনো গণনা করে শেষ করতে পারবেনা। কিন্তু মানুষ তাঁর ব্যাপারে বড়ই অবিচারক এবং অকৃতজ্ঞ (অর্থাৎ এতোসব দান সত্ত্বেও মানুষ তাঁর সাথে শিরক করে এবং তাঁর অবাধ্য হয়)।
২১. আল্লাহই মানুষের রব (অর্থাৎ প্রভু, মনিব, প্রতিপালক, পরিচালক, সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহকারী ও প্রকৃত মালিক)।
২২. সুতরাং মানুষের উচিত কেবল তাঁরই দাসত্ব করা।
২৩. তিনি সকল কিছুর দায়িত্বশীল।
২৪. কোনো সৃষ্টি তাঁকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা রাখেনা।
২৫. কিন্তু তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।
২৬. তিনি অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী।
২৭. তিনি সকল বিষয়ে ওয়াকিফহাল।
২৮. সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং রসূলের সাথে অবতীর্ণ নূরের (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনা।

২৯. ঈমান আনতে হবে আল্লাহর প্রতি। তাছাড়া পরকাল, ফেরেশতা, আল কিতাব এবং নবীগণের প্রতি।
৩০. হুকুম দানের মালিক আল্লাহ।
৩১. তিনি মানুষকে হুকুম দিয়েছেন কেবলমাত্র তাঁরই আনুগত্য, দাসত্ব ও হুকুম পালন করতে।
৩২. আল্লাহই মানুষের একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে বলে বিশ্বাস রাখে, সে যেনো অবশ্যি ভালো কাজ করে এবং আল্লাহর হুকুম পালন ও আনুগত্য করার ক্ষেত্রে কাউকেও শরীক না করে।

এই দৃষ্টিভংগি মেনে নিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাকেই ঈমান বিল্লাহ এবং ঈমান বিত তাওহীদ বলা হয়। পরবর্তী হাদিসগুলো এই দৃষ্টিভংগিরই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

তাওহীদ সম্পর্কে হাদিসে রসূল

● আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য জানতে মানুষ অক্ষম

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالُ هٰذَا : خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

হাদিস ১ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মানুষ নানা বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে বলে বসে: আল্লাহ তো গোটা সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?' -কেউ যখন এরূপ প্রশ্ন অনুভব করবে, তখনই সে যেনো বলে উঠে: আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি আর তাঁর রসূলের প্রতিও (বুখারি-মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এক অবশ্যাম্ভাবী সার্বভৌম সত্তা। গোটা বিশ্ব জাহানের তিনি সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সীমাহীন সৃষ্টির মধ্যে মানুষ একটি সৃষ্টি। তাঁর গোটা সৃষ্টি এবং সৃষ্টি কাঠামো সম্পর্কে মানুষকে খুবই সীমিত জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

এমনি করে আল্লাহর নিজ সত্তার সৃষ্টিও মানুষের কাছে এক অভেদ্য রহস্য। এ সম্পর্কে তিনি মানুষকে কিছুই জানাননি। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব মানব জ্ঞানের

সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। মানুষের কোনো চেষ্টাই এই রহস্য ভেদ করতে পারবেনা। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা করতে গেলে মানুষ দ্বন্দ্ব সংশয়ের বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই পাবেনা। তাই আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অপর একটি বর্ণনায় এ সম্পর্কে চিন্তা করাকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে।

فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ -

অর্থ : যখন শয়তান এ পর্যন্ত পৌছে তখন যেনো সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট পানাহ্ চায় এবং (এ চিন্তায় সামনে অগ্রসর না হয়ে) এখানেই ক্ষান্ত হয়ে যায়।"

● প্রথমে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা

(٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ النَّبِىِّ صَ ...... قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ...... -

হাদিস ২ : ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ্ সা.-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। .... তিনি বললেন : সর্বপ্রথম শুধু আল্লাহ ছিলেন, আর কিছুই ছিলনা। তখন তাঁর আরশ ছিলো পানির উপর স্থাপিত। অতপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন এবং লওহে মাহফুযে সবকিছু লিখে রাখলেন ......। (বুখারি)

ব্যাখ্যা : রসূল সা. ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দলকে দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কিত তাদের একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। তাঁর এ বক্তব্য থেকে, এমন কি কুরআনের বক্তব্য এবং অন্যান্য হাদিস থেকে আমরা একথা পরিস্কারভাবে জানতে পারি যে, প্রথম অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিলনা। অতপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ইচ্ছা মাফিক 'কুন ফায়াকুন' (হয়ে যাও, হয়ে গেলো) নির্দেশের ভিত্তিতে নিখিল জগত সৃষ্টি করে।

এ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, আল্লাহ্ সব সময় ছিলেন। সব সময় তিনি থাকবেনও। সবকিছু ধ্বংসশীল। কিন্তু তিনি অবিনশ্বর। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টিতে কেউ শরীক নেই। তিনি সবকিছুর মালিক। তাঁর মালিকানায় কারো কোনো অংশ নেই। তিনি এক সার্বভৌম সত্তা।

গোটা সৃষ্টির তিনিই প্রতিপালক, পরিচালক। নিখিল বিশ্বের তিনি 'মালিকুল মুল্‌ক।'

● ইসলামের মূল বিষয় আল্লাহর প্রতি ঈমান

(٣) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ الثَّقَفِىْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ص قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلاً لَااَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ : قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -

হাদিস ৩ : সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নিবেদন করলাম: 'হে আল্লাহর রসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আপনার পরে আর কাউকেও আমার জিজ্ঞেস করতে হবেনা।' তিনি বললেন, বলো: আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম'- অতপর এ কথার উপর অটল অবিচল থাকো।" -(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে রসূলুল্লাহ সা. প্রশ্নকারী সাহাবীকে ইসলাম সম্পর্কে এমন দুইটি কথা শিক্ষা দিয়েছেন যা ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহাবীর প্রতি তাঁর প্রথম নির্দেশ ছিলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার।

প্রকৃতপক্ষে ঈমান বিল্লাহই হচ্ছে ইসলামের মূলসূত্র, মূলভিত্তি। পূর্ণাঙ্গ ইসলাম ঈমান বিল্লাহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। ঈমান বিহীন ইসলাম মূল-কান্ড থেকে দ্বিখন্ডিত গাছের মতোই নিষ্প্রাণ-নিরর্থক। এখানে ঈমান বলতে আন্তরিক প্রত্যয় ও এ প্রত্যয়ের স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্নকারী সাহাবীর প্রতি নবী সা.-এর দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে 'এস্তেকামাত' অবলম্বনের। এখানে এস্তেকামাতের অর্থ-ঈমানের সাথে আল্লাহর আনুগত্য করা, ঈমানের ভিত্তিতে আমল করা এবং ইসলামের সীমার মধ্যে অটল-অবিচল হয়ে থাকা। কোনো অবস্থাতেই এবং কোনো বিরোধিতার মুখেই এ অবস্থান থেকে বিচ্যুত না হওয়া। হাদিসটি পবিত্র কালামে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতেরই প্রতিধ্বনি :

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ -

نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ –

অর্থ : যেসব লোক বললো : 'আল্লাহ্ আমাদের রব'-অতপর তারা এ কথার উপর অটল-অবিচল হয়ে থাকলো, নি:সন্দেহে তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদের বলতে থাকে: ভয় পেয়োনা, চিন্তা করোনা আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, তোমাদের কাছে যার ওয়াদা করা হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগি-সাথি আর পরকালেও।" (সূরা হামীমুস সাজদা : আয়াত ৩০-৩১)

বস্তুত এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং সেই ভিত্তিতে নিখুত ও সুদৃঢ় আমলই মানুষকে এ স্তরে পৌছাতে পারে।

● আল্লাহর কোনো শরীক নাই

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ – فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَاِنَّا مِنْهُ بَرِىْءٌ وَهُوَلِلَّذِىْ اَشْرَكَ –

হাদিস ৪ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ বলেন: "আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন । তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ্, মুসলিম)

(٥) عَنْ مَعَاذٍ رض قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ ص عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ اِلاَّمُؤَخِّرَةُالرَّحْلِ – فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ- قَالَ : فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَيُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا- وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَيُعَذِّبَ مَنْ لاَّيُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا . ....

হাদিস ৫ : মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার একই গাধায় আমি নবী করিম সা.-এর পিছনে আরোহণ করলাম। আমার ও তাঁর মধ্যে হাওদার হেলান কাষ্ঠ ছাড়া আর কোনো ব্যবধান ছিলনা।

তিনি আমাকে বললেন : হে মুয়ায! তুমি কি জানো যে, বান্দাহ্র উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে আর আল্লাহ্র নিকটই বা বান্দাহর কি অধিকার?' আমি বললাম: আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন : বান্দাহ্র উপর আল্লাহর অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যে তাঁর সাথে কোনো কিছুই শরীক করবেনা। আর আল্লাহর নিকট বান্দাহ্র অধিকার হলো, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবেনা, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না। (বুখারি, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরে উদ্ধৃত দুটি হাদিসই নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, হাদিস দুটি কুরআনের অসংখ্য আয়াতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কোনো শরীক নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি কিছুই নেই। কেউ তাঁর ঔরসজাত নয় এবং তিনি কারো ঔরসজাত নন। কারো সাথে তাঁর কোনো আত্মীয়তা নেই। তিনি বিশ্বজাহানের মালিক ও পরিচালক। তাঁর এ মালিকানা ও পরিচালনায় কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তিনি মহা-মহিম সার্বভৌম সত্তা। কারো সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। সকলেই তাঁর অসহায় সৃষ্টিমাত্র। এ সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা গেলো :

هُوَالَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ –

অর্থ : আসমানেও তিনি এক ইলাহ আর যমীনে তিনি একজনই ইলাহ। তিনি হাকীম ও আলীম।" (সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত-৮৪)

-অর্থাৎ আসমান ও যমীনের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী তিনি একজনই এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্যে যে জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজন-তা সবই তাঁর আছে।

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ – اَللّٰهُ الصَّمَدُ – لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ –
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ –

অর্থ : হে নবী বলে দাও। তিনি আল্লাহ্, একক। আল্লাহ সবকিছু থেকে মুখাপেক্ষহীন। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর না কোনো সন্তান আছে আর না তিনি কারো সন্তান। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস)

لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ –

অর্থ : আল্লাহর সাথে শরীক করোনা। কারণ নি:সন্দেহে শিরক অতি বড় যুলুম।" (সূরা ৩১ লোকমান : আয়াত-১৩)

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُاَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُمَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا –

অর্থ : জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বানানোর যে পাপ, তা তিনি ক্ষমা করেননা। এ ছাড়া অন্য যেকোনো পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। বস্তুত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সেতো উদ্ভাবন করে নিয়েছে এক গুরুতর পাপ।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত-৪৮ ও ১১৬)

مَاتَّخَذَاللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ – سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ –

অর্থ : আল্লাহ কাউকেও নিজের সন্তান বানাননি। তাঁর সাথে দ্বিতীয় কোনো ইলাহ্‌র শরীকও নেই। যদি তা-ই হতো, তবে প্রত্যেক ইলাহ্‌ই নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো। অতপর একজন অন্যজনের উপর চড়াও হয়ে বসতো। এরা মনগড়াভাবে এসব যা কিছু বলছে, মহান আল্লাহ তা থেকে পূত-পবিত্র। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি তাদের কৃত সমস্ত শিরকের উর্ধ্বে অতিশয় মহীয়ান।" (সূরা ২৩ আল মু'মিনূন : আয়াত ৯১-৯২)

চিরকালই দেখা গেছে মানুষ ইবাদতে শিরকের নীতি অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্‌র সাথে অন্যদেরও ইবাদত করেছে। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে অন্যদের কাছেও মাথা নত করে দিয়েছে। কিন্তু বান্দাহ্‌র প্রতি আল্লাহ্‌র অধিকার হলো, সে নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদত করবে। তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতে আর কাউকেও বিন্দুমাত্র শরীক করবেনা। কুরআন মজীদেও একথাটি সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে :

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ – اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ –

অর্থ : নির্দেশ দানের সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও গোলামী করোনা।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত-৪০)

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَاتَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا –

অর্থ : সিজদার স্থানসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যে। অতএব আল্লাহ্র সাথে তাঁর কাউকেও দোয়ায় শরীক করবেনা।" (সূরা ৭২ জিন : আয়াত-১৮)

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنِ –
اَلَا لَهُ الدِّيْنُ الْخَالِصُ –

অর্থ : হে নবী! আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব পরম সত্যতা সহকারে অবতীর্ণ করেছি। অতএব অন্য সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই দাসত্ব ও আনুগত্য করো। সাবধান! আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র অধিকারী তিনিই।" (সূরা ৩৯ যমার : আয়াত-২)

● দাওয়াতী কাজের সূচনায় তাওহীদের প্রতি আহবান

(٦) عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِىُّ ص مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ نَحْوَاَهْلَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ اِنَّكَ تَقْدِمُ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلٰى اَنْ يُّوَاحِدُوا اللّٰهَ – (بخارى)

হাদিস ৬ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মুক্তদাস আবু মা'বাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি : নবী করিম সা. যখন মুয়ায বিন্ জাবালকে ইয়ামেনবাসীদের (শাসনকর্তা নিয়োগ করে) পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বলে দিলেন : তুমি এমন একটি কওমের কাছে যাচ্ছ, যারা আহ্লে কিতাব। সুতরাং প্রথমে তাদের আল্লাহকে এক বলে মানার আহবান জানাবে। (সহীহ্ বুখারি)

ব্যাখ্যা : ঈমান বিল্লাহ্র মূল কথাই হচ্ছে তাওহীদ। ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান, আর ঈমানের মূলসূত্র হচ্ছে তাওহীদ বা এক আল্লাহ্র বিশ্বাস। সুতরাং তাওহীদে বিশ্বাসের প্রতি আহবান জানিয়েই দীন ইসলামের দাওয়াতী কাজের সূচনা করতে হয়। আর তাওহীদের মূলকথা হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালাকে এক, একক ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক বলে মনে করা। শিরক সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

● তাওহীদের সাক্ষ্য বেহেশতের চাবি

(٧) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص : مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - (مسند احمد)

হাদিস ৭ : মুয়ায বিন জাবাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন : বেহেশতের চাবি হচ্ছে-'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'-এ সাক্ষ্য দেয়া। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : বস্তুত এ বাক্যটি এমন একটি বাক্য, বিশ্ব জাহানে যার কোনো তুলনা নেই। এ হচ্ছে সেই বাক্য, সেই সাক্ষ্য- যা কাফিরকে মুসলিম, মুশরিককে মুয়াহ্হিদ এবং জাহান্নামীকে জান্নাতগামী করে দেয়। এসাক্ষ্য আল্লাহ ও বান্দাহর সম্পর্কের চূড়ান্ত ফায়সালা।

এ সাক্ষ্যটি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন, একটি জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি, জীবন-যাপনের মানদন্ড। হক ও বাতিল এবং আলো ও আঁধারের পার্থক্যকারী প্রদীপ। গোটা মানব জাতির ইহ ও পরকলীন সফলতার চাবিকাঠি।

গোটা কুরআন মজীদে এ দর্শন, এ মূলনীতি, এ মানদন্ড ও সফলতার এ চাবি কাঠির প্রতি মানবজাতিকে আহবান করা হয়েছে। সমস্ত নবী তাদের কওমকে এ দর্শনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। নিম্নে আমরা এ সংক্রান্ত কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করলাম :

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - (البقرة : ١٦٣)

অর্থ : আর তোমাদের ইলাহ এক।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত-১৬৩)

اَللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلاَّهُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ - (البقرة : ٢٥٥)

অর্থ : তিনি আল্লাহ্! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত-২৫৫)

وَمَامِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اللّٰهُ - (ال عمران : ٦٢)

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত-৬২)

لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ - (السراء : ٢٤)

অর্থ : আল্লাহ্‌র সঙ্গে অপর কাউকে ইলাহ বানাবেনা।" (সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত-২২)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ - (اسراء : ٢٣)

অর্থ : তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন, শুধুমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও দাসত্ব করোনা।" (সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত-২৩)

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (محمد : ١٩)

অর্থ : জেনে রাখো! আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৯)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (الاعراف : ٥٩)

অর্থ : আমরা নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে তার কওমকে বললো: হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত-৫৯)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتِ (النحل : ٣٦)

০ প্রত্যেক জাতির কাছে আমরা একজন রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো আর তাগুতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকো।" (সূরা আন নহল : আয়াত-৩৬)

-এই যে বলা হলো'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই' এবং 'তাকেই একমাত্র ইলাহ মেনে নাও'- এর অর্থ কি? কুরআনে ও হাদিসে 'ইলাহ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইলাহ হওয়ার সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে এই যে, সকল ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং নির্দেশ দানের ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁর। আর তাঁকে ইলাহ্ মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে :

মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সার্বভৌমত্ব ও শাসন এবং তাঁরই নির্দেশ, কর্তৃত্ব ও রাজত্বকে মেনে নেবে। শুধুমাত্র তাঁকেই অভাব পূরণকারী,

মুক্তিদানকারী, আশ্রয়দানকারী, সাহায্য ও সহযোগীতা প্রদানকারী, তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণকারী এবং দোয়া কবুলকারী মেনে নেবে। কেবলমাত্র তাঁকেই উপাস্য এবং আনুগত্য লাভের একমাত্র অধিকারী মেনে নেবে। বস্তুত এ-হচ্ছে বান্দাহ্র প্রতি আল্লাহ্র অধিকার।

এভাবে যারা আল্লাহ্কে ইলাহ মেনে নিয়ে জীবন যাপন করে, তাদের আল্লাহ্ জান্নাত দান করবেন- এ কথাটিই এই হাদিসে বলা হয়েছে।

আর আল্লাহ্র এ অধিকারকে যারা নফস, সমাজ, রাষ্ট্র, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা অন্য কারো কিংবা কিছুর প্রতি আরোপ করে, তারা শিরকে নিমজ্জিত।

● তাওহীদের কলেমা উচ্চারণের মর্যাদা

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رض اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ص قَالَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَاَنَا اللّٰهُ اَكْبَرُ - وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ - قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَحْدِىْ وَاِذَا قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَااِلٰهَ اَنَا وَلَاشَرِيْكَ لِىْ - وَاِذَا قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ - قَالَ صَدَقَ عَبْدِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا - لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ - وَاِذَا قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِىْ -

হাদিস ৮ : আবু হুরাইরা ও আবু সায়ীদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছেন যে, বান্দাহ যখন বলে : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।' তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দাহ যথার্থই বলেছে- আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নাই আর আমি আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ।' বান্দাহ যখন বলে : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নাই। তিনি এক ও একক।' তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দাহ সত্য বলেছে- আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং আমি এক ও একক।' বান্দাহ যখন বলে : আল্লাহ

ছাড়া কোনো ইলাহ্ নাই। তিনি এক ও লা-শারীক।' তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দাহ ঠিকই বলেছে আমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নাই এবং আমি লা-শারীক।' বান্দাহ যখন বলে : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নাই, তিনি নিখিল সম্রাজ্যের মালিক এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্যে।' তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দাহ যথার্থই বলেছে-আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই; নিখিল সাম্রাজ্যের মালিক আমিই আর সমস্ত প্রশংসাও আমারই জন্যে।' বান্দাহ যখন বলে : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আর আল্লাহর ছাড়া কারো কোনো শক্তি সামর্থও নাই।' তখন আল্লাহ জবাবে বলেন: আমার বান্দাহ সত্য কথাই বলেছে- আমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নাই আর আমার ছাড়া কারো কোনো শক্তি সামর্থও নাই।' (সুনানে ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : হাদিসটি একটি হাদিসে কুদসী। দু'জন সাহাবীর মাধ্যমে হাদিসটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটিতে তাওহীদের ঘোষণাদানকারীদের প্রতি মহা মহিম আল্লাহর অশেষ সন্তুষ্টির আবেগময় প্রকাশ ঘটেছে। যে বান্দাহ ইখলাসের সাথে তাওহীদের কলেমা উচ্চারণ করে, তাওহীদের ঘোষণা প্রদান করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার বক্তব্যের সত্যতা ও যথার্থতা ঘোষণা করেন।

বস্তুত, বান্দাহ্র জন্যে এর চাইতে সম্মান ও মর্যাদার কথা আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা তার কথার সত্যতা ঘোষণা করেন এবং তার কথার হাঁ বাচক জবাব প্রদান করেন। সত্যিই এটা বান্দাহ্র এক বিরাট খোশনসীব।

মুহাদ্দিসগণ এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন : বান্দাহ্র বক্তব্যের সত্যতা ঘোষণার অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার মহা সন্তুষ্টির প্রকাশ। এর অর্থ এই যে আল্লাহ তায়ালা তার এ বান্দাহকে অশেষ পুরস্কার দানে ভূষিত করবেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে, বান্দাহ যদি তার এই ঘোষণার উপর মৃত্যুবরণ করে আর তার এই ঘোষণা যদি হয় আন্তরিক তবে জাহান্নামের আগুণ তাকে কখনো স্পর্শ করবেনা।

মূলত অনুরূপ আন্তরিক ঘোষণা ও সে অনুযায়ী পূর্ণাংগ আমল দ্বারাই মানুষ জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচতে পারে আর অধিকারী হতে পারে নিয়ামতে ভরা জান্নাতের।

● আল্লাহর নামসমূহের হিফাযত

(٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى

تِسْعَةٌ وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدَةٌ مَّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হাদিস ৯ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আল্লাহ তায়ালার নিরান্নব্বই তথা এক কম একশত নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত ও হিফাযত করবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বুখারি, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বলা হয়েছে– আল্লাহর নিরান্নব্বই নাম রয়েছে। এখানে নিরান্নব্বই অধিক অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। সেরূপ হলে বাক্যটির অর্থ হবে: আল্লাহর অনেকগুলো নাম রয়েছে। বস্তুত কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর নিরান্নব্বই থেকে বেশি নাম পাওয়া যায়। অথবা এর অর্থ-এ-ও হতে পারে যে, আল্লাহর নিরান্নব্বইটি প্রসিদ্ধ নাম রয়েছে। এখানে এই উভয় অর্থই গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

অতপর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই নামগুলো আয়ত্ত বা হিফাযত করবে, সে বেহেশতে যাবে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, আল্লাহর নামসমূহ আয়ত্ত করা, হিফাযত করা বা মুখস্ত করার তাৎপর্য কি? যার কারণে কোনো ব্যক্তি বেহেশতে যাবার উপযোগী হয়ে যাবে? মূলত এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামসমূহ যে ব্যক্তি জানলো, সেগুলোর তাৎপর্য অনুযায়ী আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করলো, নিজ জীবনে সেগুলোর দাবি আদায় করলো এবং আল্লাহর এসব গুণাবলীতে কাউকেও শরীক করলোনা, সে ব্যক্তিই বেহেশতে যাবার উপযুক্ত হবে।

এজন্যে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিরই আল্লাহর নামসমূহের[১] তাৎপর্য জানা উচিত। এসব নামের তাৎপর্য অনুযায়ী তাঁকে ডাকা উচিত, তাঁর নিকট দোয়া, প্রার্থনা ও আবেদন নিবেদন করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর সিফাতী নামসমূহ থেকে কোনো ব্যক্তির গাফিল থাকা উচিত নয়। মূলত গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমেই আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানা সম্ভব। তাইতো আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন :

وَلِلّٰهِ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا - (الاعراف : ١٨٠)

অর্থ : আল্লাহ সুন্দরতম নামসমূহের অধিকারী। সুতরাং তোমরা সেসব নাম ধরে তাঁকে ডাকো।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত-১৮০)

---

১. আমাদের প্রণীত 'আল-কুরআনের দু'আ ও 'ঈমানের পরিচয়' গ্রন্থে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ উদ্ধৃত হয়েছে।

মূলত, আল্লাহর এসব নামের সঠিক তাৎপর্য জানা না থাকলে-এসব বিষয়ে মানুষের মধ্যে শিরক প্রবেশের আশংকা থাকে। অথচ এসব গুণাবলীর প্রকৃত অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ। তাই আল্লাহ বলেন :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - (طه : ٩)

অর্থ : আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই জন্যে সমস্ত সুন্দরতম নাম।" (সূরা তোয়াহা : আয়াত-৯)

● নিখিল জাহানের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ

(١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُؤْذِيْنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ- (بخارى و مسلم)

হাদিস ১০ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ বলেন- আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে সময়কে গালি দেয়। অথচ আমিই সময়, (অর্থাৎ) আমার হাতেই (সবকিছু পরিচালনার) সর্বময় ক্ষমতা। দিন-রাত্রির আবর্তন আমিই করে থাকি। (বুখারি, মুসলিম)

● আল্লাহ পরম করুণাময়

(١١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ : اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ -

হাদিস ১১ : আবু হুরাইরা রা. নবী করীম সা. থেকে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ যখন সমগ্র মখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন নিজের কাছে আরশের উপর লিখে রাখেন : আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হয়েছে।"-(বুখারি)

ব্যাখ্যা : একথার মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পরম করুণাময়। তাঁর কঠোরতার চাইতে তাঁর দয়া অধিক। বস্তুত এমনটি না হলে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেতো।

আল্লাহ তায়ালা দয়া করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মেহেরবানী করে তাকে জ্ঞান বুদ্ধি, যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ দিয়েছেন। তাকে সমাজ ও রাষ্ট্র

পরিচালনার ক্ষমতা দান করেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর এতোসব দান ও নিয়ামতের পরও মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর আইন ও বিধান মেনে চলেনা, তাঁর নির্দেশ কার্যকর করেনা। তাঁর নিষেধ করা পথ থেকে বিরত থাকেনা। তাঁর মর্জি মুতাবিক জীবন যাপন করেনা।

কিন্তু এতোসব নাফরমানী সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতিপালন করেন, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাদের জীবিকা প্রদান করেন। দুনিয়ার জীবনে তিনি তাদের অসংখ্য নিয়ামতে ভূষিত করেন। এটা কি আল্লাহর ক্রোধের ওপর তাঁর রহমতের বিজয় নয়? তাঁর এ পরম করুণা ধারার কথা কে অস্বীকার করতে পারে?

যেসব মানুষ আল্লাহর পথে চলে, যথাসাধ্য আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করার চেষ্টা করে। এসব সত্যপন্থী লোকদের দ্বারাও অনেক সময় ভুলক্রটি এবং গুনাহ-খাতা হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এদের যাকে ইচ্ছা করেন নিজগুণে ক্ষমা করে দেন। এটাও তার প্রবল রহমতেরই অনিবার্য স্বরূপ।

● আল্লাহর মহত্ত্বের পরিচয়

(١٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّعَنِ النَّبِيِّ ص عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - اَنَّهٗ
قَالَ : يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ - وَجَعَلْتُهٗ
بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَاتَظَالَمُوْا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهٗ
فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ - يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهٗ
فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ - يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهٗ
فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ - يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَاَنَا اَغْفِرُالذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ- يَاعِبَادِىْ
اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ
يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى
اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْـئًا -
يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى

اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا - يَاعِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَئَالُوْنِيْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْاَلَتَهُ مَانَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ اِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ يَاعِبَادِيْ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَالَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا - فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ - (مسلم)

হাদিস ১২ : আবু যর রা. রসূলুল্লাহ সা. থেকে এবং তিনি আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন : হে আমার বান্দারা! আমি যুল্ম করাকে আমার জন্যে হারাম করেছি। তোমাদের পরস্পরের জন্যেও তা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের প্রতি যুল্ম করোনা।

হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হিদায়াত দান করি, সে ছাড়া আর সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করবো।

হে আমার বান্দারা! আমি যাকে খাদ্য দান করি, সে ছাড়া তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমারই কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই উলংগ। তবে সে ছাড়া যাকে আমি পরিধেয় দান করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের পরিধেয় দান করবো।

তোমরা রাত দিন গুনাহ করছো। আমি সকল গুনাহ মাফ করে থাকি। তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের মাফ করে দেবো।

হে আমার বান্দারা! আমার কোনো ক্ষতি করার সাধ্য তোমাদের নেই আর আমার কোনো উপকার করার সামর্থও তোমাদের নেই।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সকল মানুষ আর সকল জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে পরহেযগার লোকটির মতো খোদাভীরু হয়ে যায়, তাতে আমার সাম্রাজের কোনো বৃদ্ধি বা উন্নতি হবেনা।

হে আমার বান্দারা! আর যদি তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সকল মানুষ আর জ্বিন মিলে তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে খারাপ লোকটির মতো

খারাপ হয়ে যায়, তবে তাতেও আমার সাম্রাজের কোনো প্রকার ক্ষতি হবেনা।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সকল মানুষ আর সকল জ্বিন যদি একত্র হয়ে আমার কাছে (ইচ্ছামতো) চায় আর আমি যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইচ্ছানুসারে দান করি, তবে সূচাগ্র মহা সমুদ্র থেকে যতোটুকু পানি কমায় ততোটুকু ছাড়া আমার ভান্ডার থেকে কিছুই কমবেনা।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের সমস্ত আমল আমি গুণে গুণে রেকর্ড করে রাখছি। অত:পর তোমাদেরকে পরিপূর্ণ বিনিময় দান করবো। সুতরাং তোমাদের যে কল্যাণ লাভ করবে, সে যেনো আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর যার ভাগ্যে অন্য কিছু ঘটে, সে যেনো নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকেও তিরস্কার না করে। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদিসটি হাদিসে কুদসী। মুসলিম শরীফ ছাড়াও হাদিসটি হযরত আবু যর গিফারীর রা. সূত্রে তিরমিযি এবং ইবনে মাজায় সংকলিত হয়েছে।

হাদিসে বলা হয়েছে-'আমি যাকে হিদায়াত দান করি সে ছাড়া সবাই পথভ্রষ্ট।' এ বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যদি নবী ও কিতাব না পাঠাতেন, তাহলে সব মানুষই পথভ্রষ্ট থাকতো। তিনি নবী ও কিতাব পাঠিয়ে সবাইকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু মানুষের নফসই তাকে তীব্রভাবে গোমরাহীর দিকে আকৃষ্ট ও ধাবিত করে। নফসের এই দৌরাত্ম্য থেকে নিস্কৃতি পেয়ে হিদায়াত লাভের জন্যে যারা চেষ্টা করে এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে-আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করেন এবং হিদায়াতের উপর অটল রাখেন।

শিক্ষা : এই হাদিসটি থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই :

ক. আল্লাহ বান্দার উপর বিন্দুমাত্র যুল্ম করেননা। তিনি ইনসাফগার।

খ. আল্লাহর নীতি অবলম্বন করে বান্দারও উচিত যুল্ম পরিহার করা।

গ. বান্দার উচিত হিদায়াত ও জীবিকার মালিক আল্লাহর নিকট হিদায়াত ও জীবিকা লাভের জন্যে অবিরত প্রার্থনা করা।

ঘ. আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল। মানুষ গুনাহগার। তাই গুনাহ্ মাফির জন্যে অবিরত আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত।

ঙ. মানুষের পক্ষে আল্লাহর কোনো লাভ-ক্ষতি করা সম্ভব নয়।

চ. মানুষের ভালো বা মন্দ পথে চলাতে আল্লাহর কিছু যায় আসেনা। তাতে কেবল মানুষেরই লাভ-ক্ষতি।

ছ. আল্লাহর ভান্ডার অফুরন্ত।

জ. মানুষের সব আমলের রেকর্ড রাখা হয়।

ঝ. মানুষ পরকালের কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ লাভ করবে নিজের আমলের ভিত্তিতে।

● **বন্ধুতা ও শত্রুতা হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে**

(١٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ - (ابو داؤد)

হাদিস ১৩ : আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সর্বোত্তম আমল হচ্ছে-আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কারো সাথে বন্ধুতা কিংবা শত্রুতা করা। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : মুমিনরা আল্লাহ তায়ালাকে এক লা-শরীক বলে জানে। এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তাদের জীবনোদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এজন্যে তারা যে কাজই করে না কেন তা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে। এমনকি তাদের শত্রুতা-মিত্রতাও হয়ে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে। যাকে ভালোবাসলে আল্লাহ খুশি হবেন-তারা তাকে ভালোবাসে, আর যাকে ভালোবাসলে আল্লাহ নাখোশ হবেন-তারা তাকে পরিহার করে। মূলত নিজের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি-তবে এমন লোকদের আমল সর্বোত্তম আমল না হয়ে থাকেনা। এধরনের লোকদেরকে তো রসূল সা. ঈমানের পূর্ণতা লাভকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন :

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ - (ابو داؤد، ترمذى)

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে ভালোবাসলো এবং আল্লাহর জন্যে শত্রুতা করলো, আল্লাহর জন্যে দান করলো এবং আল্লাহর জন্যে দান থেকে বিরত থাকলো, মূলত সে নিজের ঈমানকে পূর্ণতা দান করলো। (আবু দাউদ, তিরমিযী : আবু উমামা, মুয়ায ইবনে আনাস)"

শিক্ষা : আল্লাহ এক। এক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানই হবে মানুষের জীবনোদ্দেশ্য। হাদিসটিতে তাওহীদের এই মর্মবাণী ফুটে উঠেছে।

● বান্দার নৈকট্যে আল্লাহ

(١٤) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) يَرْوِيْه عَنْ رَّبِّه قَالَ : اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِىْ مَشْيًا اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً" - (بخارى كتاب التوحيد)

হাদিস ১৪: আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী করিম সা. তাঁর রবের নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর রব বলেছেন : বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক বাহু অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে এক গজ এগিয়ে আসে, আমি তখন তারদিকে দু'গজ এগিয়ে যাই। সে যখন আমার দিকে হেটে আসে, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারি-কিতাবুত তাওহীদ)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি পরম দয়াবান। বান্দা তাঁকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। তিনি বান্দার অতি নিকটে। বান্দা তাঁর দিকে এগিয়ে এলে তিনি তার দিকে এগিয়ে যান। বান্দা তার দিকে অর্থাৎ তাঁর পথে যতোটা এগিয়ে যায়, তিনি বান্দার প্রতি তার চাইতে অধিক দৃষ্টি দান করেন। বান্দা অপরাধ করে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তার তওবা কবুল করে নেন। বান্দা তাঁর পথে চলার চেষ্টা সাধনা করলে তিনি তাকে হিদায়াত দান করেন, সঠিক পথে চলা তার জন্যে সহজ করে দেন। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - (العنكبوت : ٦٩)

অর্থ : যারা আমার জন্যে চেষ্টা সাধনা করবে, তাদের আমি আমার পথ দেখাবো।"(সূরা আল আনকাবূত : আয়াত-৬৯)

অর্থাৎ যারা বিপদ-আপদ, দু:খ-মুসিবত ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েও আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাদের পথ প্রদর্শন করেন, তাঁর পথে চলা তাদের জন্যে সহজ করে দেন। ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ এই দুনিয়ায় চলার পথের প্রতিটি বাঁকে তিনি তাদেরকে হিদায়াত ও গোমরাহীন পথ সুস্পষ্ট

করে দেখিয়ে দেন এবং হিদায়াতের পথে চলতে তাদের সাহায্য-সহায়তা করেন। আর এটাই হচ্ছে বান্দার দিকে তাঁর এগিয়ে আসার অর্থ।

● আল্লাহর মহত্ব ও একত্ব ঘোষণার মাধ্যমে মাগফিরাত প্রার্থনা

(١٥) عَنْ اَبِنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ص) اِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَاتَاَخَّرْتُ وَمَااَسْرَرْتُ وَمَااَعْلَنْتُ وَمَااَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ لَااِلٰهَ اِلَّااَنْتَ - (بخارى)

হাদিস ১৫ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সা. রাতে যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, তখন বলতেন : হে আল্লাহ, আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমিই আসমান ও যমীনের তত্ত্বাবধায়ক। তোমারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। আসমান, যমীন এবং এদুয়ের মধ্যকার সব কিছুর মালিক তুমিই। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যকার সবকিছুর 'নূর'। তুমি মহাসত্য। তোমার বাণী মহাসত্য। মহাসত্য তোমার ওয়াদা। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, সত্য কিয়ামত। হে আল্লাহ, তোমার উদ্দেশ্যে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। তোমার উপর ভরসা করেছি। তোমারই জন্যে বিবাদ বাধিয়েছি আর তোমারই কাছে ফায়সালা চেয়েছি। সুতরাং তুমি আমার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আমার গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আমার সেসব গুনাহও মাফ করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে বেশি অবগত। হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' (সহীহ বুখারি)

● নবী করিম সা. বিপদকালে তাওহীদের যিকর করতেন

(١٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ يَدْعُوْبِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ

لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَكِيْمُ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ - لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ-

হাদিস ১৬ : ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করিম সা. বিপদকালে (নিম্নোক্ত যিকিরের মাধ্যমে) দোয়া করতেন :

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (ত্রাণকর্তা) নেই। তিনি মহান ও মর্যাদাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (আশ্রয়দাতা) নেই। তিনি মহান আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনোই ইলাহ (উদ্ধারকর্তা) নেই। তিনি মহাবিশ্ব ও মহান আরশের মালিক।" (সহীহ বুখারি)

● পরকালে আল্লাহ মুমিনদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন

(١٧) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّاسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَاحِجَابٌ يَحْجُبُهُ - (بخارى)

হাদিস ১৭ : হাতেম তায়ীর পুত্র আদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : অচিরেই তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার রব কথা বলবেন। তখন উভয়ের মাঝে কোনো দোভাষীও থাকবেনা আর কোনো পর্দাও থাকবেনা।" (সহীহ বুখারি)

ব্যাখ্যা : অপর হাদিসে আছে, নবী করীম সা. এক পূর্ণিমা রাতে সাহাবীদের বলেছেন: এই চাঁদকে তোমরা যেমন স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছ, কিয়ামতের দিন তোমাদের রবকেও তোমরা এভাবে দেখতে পাবে।'

●

৩

রিসালাত

● **রিসালাত সম্পর্কে আল্লাহর বাণী**

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتِ - (النحل : ٣٦)

অর্থ : প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমরা একজন রসূল পাঠিয়েছি, সে এই বলে তাদের আহ্বান জানিয়েছিল: আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার করো।" (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত-৩৬)

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - ال عمران ١٤٤

অর্থ : মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছু নয়। তাঁর পূর্বেও অনেক রসূল বিগত হয়েছে।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৪৪)

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا- وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا- (الاحزاب : ٤٥-٤٦)

অর্থ : হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষ্য, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ৪৫-৪৬)

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ - (الكهف : ١١٠)

অর্থ : হে মুহাম্মদ বলে দাও, আমিতো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তবে (পার্থক্য এই যে) আমার নিকট অহী অবতীর্ণ হয়।" (সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত-১১০)

قُلْ لاَّ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ -

অর্থ : হে মুহাম্মদ বলো! আমার নিজের কোনো প্রকার লাভ কিংবা ক্ষতি করার এখতিয়ার আমার নেই। তবে আল্লাহ চাইলে সেটা ভিন্ন কথা।" (সূরা ইউনুস : আয়াত-৪৯)

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ – (الانعام : ١٩)

অর্থ : বলো:..... আর এ কুরআন আমার নিকট অহী করা হয়েছে, যেনো এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌছুবে তাদের সকলকে সাবধান করে দিতে পারি।"(সূরা ৬ আল আনআম : আয়াত-১৯)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ – (الاحزاب : ٢١)

অর্থ : রসূলুল্লাহর মধ্যে-তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত-২১)

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ –

অর্থ : আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, তিনি স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট এমন একজন রসূল পঠিয়েছেন, যে তাদের আল্লাহর আয়াত শুনায়, তাদের তাযকিয়া (পরিশুদ্ধি) করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্র প্রশিক্ষণ প্রদান করে। অথচ তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৬৪)

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ : بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ – وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا – (النساء : ١٠٥)

অর্থ : হে নবী! আমরা সত্যসহ এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া আইন-কানুন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করতে পারো। আর দেখো, তুমি যেনো খিয়ানতকারীদের উকিল না হয়ে পড়ো।" (সূরা ৪ আননিসা : আয়াত-১০৫)

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلٰى

الدِّيْنِ كُلِّهِ - (الفتح : ٢٨)

অর্থ : তিনি আল্লাহ যিনি তার রসূলকে হিদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেনো সে এ দীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থাসমূহের উপর বিজয়ী করে।" (সূরা আল ফাতাহ : আয়াত-২৮)

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - (القلم : ٤)

অর্থ : হে নবী! অবশ্যি তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কলম : আয়াত-৪)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ - (الانبياء : ١٠٧)

অর্থ : হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে সমগ্র জগতের জন্যে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।" (সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-১০৭)

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا - (الاعراف : ١٥٨)

অর্থ : হে মুহাম্মদ ঘোষণা করে দাও : ওহে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসূল।" (সূরা ৭ আল আরাফ : আয়াত-১৫৮)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ - (الاحزاب : ٤)

অর্থ : মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরঞ্চ তিনি আল্লাহর রসূল এবং নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী।" (সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত-৪০)

● আল্লাহর বাণীর সারকথা

এ যাবত রিসালাত সম্পর্কে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হলো, সাজিয়ে লিখলে সেগুলোর সারকথা দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ প্রত্যেক জাতির কাছেই রসূল পাঠিয়েছেন।
২. রসূলগণ মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের আনুগত্য পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন।
৩. মুহাম্মদ তাঁর পূর্বেকার রসূলগণের মতোই একজন মরণশীল রসূল।
৪. মুহাম্মদ সা.-কে সত্যের সাক্ষ্য, সুসংবাদদানকারী, সতর্ককারী এবং

আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

৫. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. অন্য সকল মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। পার্থক্য শুধু এতোটুকুই যে, তাঁর কাছে অহী আসতো আর অন্যদের কাছে অহী আসেনা।
৬. মুহাম্মদ সা. অন্য কারো তো দূরের কথা, নিজেরও লাভ কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখতেননা।
৭. কুরআন তাঁর কাছে অহী করা হয়েছে বিশ্বমানবকে সতর্ক করার জন্যে।
৮. রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনই মানুষের জন্যে সর্বোত্তম অনুসরণীয় নমুনা।
৯. এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষের মধ্য থেকেই মানুষের জন্যে রসূল পাঠিয়েছেন।
১০. আল্লাহর আয়াতের তিলাওয়াত, পরিশুদ্ধকরণ এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষাদানের মাধ্যমে রসূল মানুষকে প্রশিক্ষণ দিতেন। এটাই গুমরাহি থেকে মুক্তির পথ।
১১. আল্লাহ রসূলের প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করার জন্যে।
১২. কোনো খিয়ানতকারীর পক্ষ অবলম্বন করা রসূলের কাজ নয়।
১৩. আল্লাহ রসূলুল্লাহ সা.-কে হিদায়াত ও সঠিক জীবন পদ্ধতি নিয়ে পাঠিয়েছেন একে অন্যসব জীবন পদ্ধতির উপর বিজয়ী করার জন্যে।
১৪. মুহাম্মদ সা. ছিলেন সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।
১৫. মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাত বিশ্ববাসীর জন্যে মহা রহমত।
১৬. মুহাম্মদ সা. কিয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর রসূল।
১৭. মুহাম্মদ সা. বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর পরে আর কোনো নবী-রসূলের আগমন ঘটবেনা।

এই দৃষ্টিভংগিতে মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁকে মেনে নেয়াই হলো 'ঈমান বির রিসালাত'। পরবর্তী হাদিসগুলো এই দৃষ্টিভংগিরই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

হাদিসে রসূলে রিসালাত

● মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অহী নাযিলের সূচনা

(١٨) عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ
لَايَرٰى رُؤْيًا اِلَّاجَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ
وَكَانَ يَخْلُوْبِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَالتَّعَبُّدُ اللَّيَالِىْ ذَوَاتِ
الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى
خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ مِثْلَهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِىْ غَارِ حِرَاءٍ
فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَاْ فَقَالَ قُلْتَ مَااَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِىْ
فَغَطَّنِىْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّىْ الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَاْ قُلْتُ مَااَنَا
بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِىْ الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ثُمَّ
اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَاْ فَقُلْتُ مَااَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِىْ
الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ : اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ
الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- فَرَجَعَ بِهَارَسُوْلُ اللّٰهِ
ص يَرْجُفُ فُوَادُهٗ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ
زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَزَمِّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعَ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ
وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَلَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا
وَاللّٰهِ مَايُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِىْ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ
فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلَ بْنِ اَسَدِ بْنِ
عَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ اِمْرَاً تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ
وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ
مَاشَاءَاللّٰهُ اَنْ يَّكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ فَقَالَتْ لَهٗ
خَدِيْجَةُ يَاابْنَ عَمِّ اِسْمَعْ مِنْ اِبْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ يَاابْنَ

اَخِىْ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص خَبْرَ مَارَاٰى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَاالنَّامُوْسُ الَّذِىْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى يَالَيْتَنِىْ فِيْهَا جَزَعًا يَالَيْتَنِىْ اَكُوْنَ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَوَ مُخْرِجِىَّ هُمْ ؟ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَاجِئْتَ بِهِ اِلَّاعُوْدِىَ وَاِنْ يُّدْرِكْنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرُكَ نَصْرًا مُوَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَالْوَحْىِ - (صحيح البخارى)

হাদিস ১৮ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি অহী অবতীর্ণের যেভাবে সুচনা হয়, তা ছিলো ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তখন যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা ছিলো ভোরের আলোর মতোই স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও বাস্তব। অত:পর নির্জন জীবন যাপন তাঁর পছন্দনীয় করে দেয়া হয়। সুতরাং তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত পরিবার পরিজনের কাছে না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এ উদ্দেশ্যে কিছু খাবারও তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আবার খাদীজার রা. কাছে ফিরে এসে তেমনি কয়েক দিনের খাবার সঙ্গে করে চলে যেতেন। এমনি করে হেরা গুহায় অবস্থান কালে হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট সত্য (অহী) এলো। ফেরেশতা (জিবরাইল) সেখানে এসে তাঁকে বললেন : 'পড়ুন'। রসূলূল্লাহ সা. বলেন: তখন আমি বললাম: আমিতো পড়তে জানিনা।' তিনি বলেন: ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এমন জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, আমি তাতে চরম কষ্ট অনুভব করলাম। অত:পর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন'। আমি বললাম: আমি পড়তে জানিনা।' তিনি তখন দ্বিতীয়বার আমাকে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে আমার দারুণ কষ্টবোধ হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে পড়তে বললেন। আমি বললাম: 'আমি পড়তে পারিনা।' রসূলূল্লাহ সা. বলেন, ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে খুব শক্তভাবে আলিঙ্গন করলেন। অত:পর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন :

"তোমার রবের নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে দৃঢ়ভাবে আঁটকানো জিনিস থেকে।
পড়ো! আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।"

রসূলুল্লাহ সা. আয়াতগুলো (আয়ত্ত করে) নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ভয়ে তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের কাছে এসে বললেন: আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' ওগো তোমরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' অত:পর তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে যখন তাঁর থেকে আতঙ্কগ্রস্ততা দূরীভূত হলো, তখন তিনি খাদীজাকে গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন : (হে খাদীজা) আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশংকা বোধ করছি।' খাদীজা বললেন: 'কসম আল্লাহর! তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেননা। কারণ, আপনি আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করে থাকেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নি:স্ব লোকদের উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং সৎকর্মে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।' অত:পর খাদীজা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অরাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযার নিকট চলে এলেন। অরাকা জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন। ইবরানী ভাষায় তিনি কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি ইনজিলের অনেকাংশ ইবরানী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাঁকে বললেন: 'হে আমার চাচার পুত্র। আপনার ভাতিজার ঘটনা শুনুন। অরাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখতে পেয়েছো? রসূলুল্লাহ সা. যা কিছু দেখেছেন, সবই তাঁকে বললেন। অত:পর অরাকা তাঁর মতামত প্রকাশ করে বললেন: 'এ হচ্ছে সেই 'নামুস' (উর্ধ্ব জগত থেকে অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ তায়ালা মূসা আ.-এর প্রতি নাযিল করেছিলেন। হায়, আমি যদি তোমার নবুয়্যতের সময় বলবান থাকতাম! হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, তোমার কওম যখন তোমাকে বহিষ্কার করবে।' রসূলুল্লাহ সা. বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন :

'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' অরাকা বললেন : হ্যাঁ! এমন কখনো হয়নি যে, তুমি যে জিনিস নিয়ে এসেছো, সে জিনিস কেউ নিয়ে এসেছে অথচ তার শত্রুতা করা হয়নি। আমি যদি সেই সময় বেঁচে থাকি তবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তোমার সাহায্য করবো।' তারপর বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি, অরাকা ইহজীবন ত্যাগ করেন এবং অহীও কিছুকাল স্থগিত থাকে। (বুখারি, কিতাবুল অহী)

ব্যাখ্যা : অহী নাযিল কিছুকাল বন্ধ থাকার পর পুনরায় সূরা মুদ্দাসসিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তারপর অহী নাযিলের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে এবং পূর্ণাঙ্গ কুরআন তাঁর প্রতি নাযিল হয়।

এখান থেকে মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের সূচনা। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। ফেরেশতার আগমনে তিনি ভীত ও আতংকিত হয়ে গেছিলেন। এ থেকে জানা যায় তিনি যে নবুয়্যত লাভ করবেন সে সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকে কিছুই জানতেননা। এখান থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, আহলে কিতাবের লোকদের নিকট মুহাম্মদ সা.-এর রিসালতের বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিলো। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : মুহাম্মদ সা. যে আল্লাহর রসূল এটা তারা (আহলে কিতাব) এতো পরিষ্কারভাবে জানে, যেমন সুস্পষ্টভাবে তারা নিজ সন্তানদের চেনে।

হেরা গুহায় অহী নাযিলের মাধ্যমে মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়্যতের সূচনা হওয়ার পর তিনি আরো তেইশ বছর বেঁচে থাকেন। এ তেইশ বছরই ছিলো তাঁর নবুয়্যত ও রিসালাতের যিন্দেগী। এ তেইশ বছরের মধ্যে তের বছর তিনি মক্কায় দাওয়াত-তাবলীগ ও তালীম-তরবিয়তের কাজ আঞ্জাম দেন। অত:পর তাঁর কওম তাঁকে স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে যান। এতে করে অরাকার ভবিষ্যত বাণীর বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। আর একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো জাতির কায়েমী স্বার্থবাদীরা সেদেশে দীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বরদাশত করতে পারেনা।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. বাকি দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেন এবং পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেন।

মুহাম্মদ সা. কোনো অভিনব নবী ছিলেননা। তাঁর পূর্বেও বহু নবী অতীত হয়েছেন। নবুয়্যতের ধারাবাহিকতায় তিনি সর্বশেষ নবী। নবুয়্যতী মালার তিনি সর্বশেষ কড়ি।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদত তথা দাসত্ব ও আনুগত্য করার জন্যে। সাথে সাথে তিনি মানুষকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার এবং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের নিয়ম-কানুন জানিয়ে দেবার জন্যে মানুষের মধ্য থেকে নবী ও রসূল নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে তাদের যাবতীয় নির্দেশনা দান করতেন আর তাঁরা সে অনুযায়ী তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতেন। সুতরাং মানুষের প্রতি আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে, সর্বোপরি বান্দা কিভাবে জীবন যাপন করলে আল্লাহ খুশি হবেন আর কিভাবে জীবনে যাপন করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন-এসব কিছুই জানার একমাত্র মাধ্যম হলেন নবী-রসূলগণ। তাঁরা

মানুষের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেবার জন্যে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিবর্গ। তাই আল্লাহর রসূল ও বাণীবাহক হিসেবে তাঁদের প্রতি ঈমান আনতে হবে। তাঁদেরকে অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করারই শামিল। তাঁদেরকে অস্বীকার করে কোনো অবস্থাতেই মানুষ হিদায়াত লাভ করতে পারেনা। আল্লাহকে জানার তাঁরাই একমাত্র মাধ্যম। মুহাম্মদ সা.-এর উম্মতগণকে সকল নবী ও রসূলের প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে হবে বটে, কিন্তু অনুসরণ করতে হবে কেবল মাত্র মুহাম্মদ সা.-এর আনীত শরীয়তের। কেননা তাঁর আগমনের পর পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্ব মানবের একমাত্র রসূল। কুরআনে মজীদে এরশাদ হয়েছে :

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّاكَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا – (سبا : ٢٨)

অর্থ : হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।"(সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত-২৮)

এজন্যেই পূর্ববর্তী নবীগণের উপর দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানোর দায়িত্ব অর্পন করা হয়ে থাকলেও তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে দীন প্রতিষ্ঠা করে যাওয়ার এবং ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে দীনের মডেল রেখে যাওয়ার:

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ – (الفتح : ٢٨)

অর্থ : তিনি আল্লাহ, যিনি তার রসূলকে হিদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি এ দীনকে সমস্ত বাতিল দীনসমূহের উপর বিজয়ী করেন।" (সূরা ৪৮ আল ফাতাহ : আয়াত-২৮)

● রিসালাতে মুহাম্মদী ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ

(١٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ – (متفق عليه)

হাদিস ১৯ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন: ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।যথা: ১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং ২. মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রসূল। ৩. সালাত কায়েম করা; ৪. যাকাত পরিশোধ করা এবং ৫. রমযান মাসের রোযা রাখা। (বুখারি, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদিসে বর্ণিত এ কয়েকটি জিনিস হচ্ছে ইসলামের মৌলিক অংগ। এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে আরো অনেক হুকুম-আহকাম পালনীয় করে দিয়েছেন। পূর্ণাংগ জীবন আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অধীন করে দেয়ার মাধ্যমেই কোনো ব্যক্তি সত্যিকারের মুসলমান হতে পারে।

এই হাদিসে ঈমানিয়াতের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান আনা। বাকি তিনটি জিনিস হচ্ছে বাস্তব কর্মগত দিক।

হাদিসে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সংগে সংগে রসূলের প্রতি ঈমান আনাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কোনো অর্থই হয়না।

মূলত যে ব্যক্তি এই হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি স্তম্ভের যে কোনো একটি অস্বীকার করবে, সে মুসলমান থাকতে পারেনা।

● মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান জাহান্নাম থেকে মুক্তির শর্ত

(২০) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ : مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارِ -

হাদিস ২০ : উবাদাহ ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসূল, তার জন্যে আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন। (মুসলিম)

(২১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص : وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهٖ

الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلاَنَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلاَّكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ - (رواه مسلم)

হাদিস ২১ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন : সেই সত্তার কসম, যার মুষ্ঠিবদ্ধে মুহাম্মদের জীবন, এই উম্মতের যে ব্যক্তি, চাই সে ইয়াহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান আমার নবুয়্যতের কথা শুনার পর আমি যে জিনিস নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে অবশ্যই দোযখের অধিবাসী হবে। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বিশ নং হাদিসে মূলত: কলেমা শাহাদতের কথা উল্লেখ হয়েছে। এ কলেমার প্রথমাংশে রয়েছে তাওহীদের সাক্ষ্য আর দ্বিতীয়াংশে রয়েছে মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের সাক্ষ্য। এই উম্মতের জন্যে রিসালাতে মুহাম্মদীই আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম। রিসালাতে মুহাম্মদীর মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর একত্ব, তাঁর হুকুম-আহকাম এবং খুশি-অখুশি জানার অন্য কোনো মাধ্যম নেই।

একুশ নং হাদিসে 'উম্মত' বলতে মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাত লাভের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে যতো মানুষ আসবে, তাদের সকলকে বুঝানো হয়েছে-তারা যেকোনো ধর্মের অনুসারীই হোকনা কেন। কারণ মুহাম্মদ সা.-তো কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানুষের নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তবে এ উম্মত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল সেই উম্মত যারা মুহাম্মদ এর রিসালাতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর দাওয়াত কবুল করেছে। এরা হচ্ছে 'উম্মতে এজাবত'-বা 'উম্মতে মুসলিমাহ।' আর যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি, তারা হচ্ছে 'উম্মতে দাওয়াত' বা 'মিল্লাতে কুফর।'

এ হাদিসে বলা হয়েছে, ইয়াহুদী নাসারারা-তাদের নবীর অনুসরণ করা সত্ত্বেও, মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান না আনলে মিল্লাতে কুফরেরই অন্তর্ভুক্ত থেকে যাবে এবং এর পরিণামে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহর প্রতি এবং তাদের নিজ নিজ নবীদের প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান না আনার কারণে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সুতরাং এ হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে জানা গেলো যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রিসালাতে মুহাম্মদীর প্রতি ঈমান আনা অনিবার্য শর্ত।

কুরআন মজীদ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মুহাম্মদ সা.-এর অনুসরণ-অনুবর্তনকে অপরিহার্য শর্ত বলে ঘোষণা করেছে :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ – (ال عمران : ٣١)

অর্থ : হে নবী, তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে প্রকৃতই ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ-অনুবর্তন করো, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

মুহাম্মদ সা.-কে অমান্য করা এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ পরিহার করা সম্পূর্ণ গোমরাহী ও কুফরী-যার পরিণাম জাহান্নাম, দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিশিখা। কুরআন মজীদে এরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا (الاحزاب – ٣٦)

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হলো সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হলো।" (সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত-৩৬)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ– (ال عمران : ٣٢)

অর্থ : হে নবী! লোকদের বলে দাও : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো।' কিন্তু তারা যদি পাশ কাটিয়ে চলে, তবে আল্লাহ এইসব কাফিরদের মোটেও পছন্দ করেননা।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত-৩২)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا– (النساء : ١١٥)

অর্থ : হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পরও যে ব্যক্তি রসূলের প্রসংগে তর্ক ও সংশয়ে নিমজ্জিত হয় এবং ঈমানদার লোকদের পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলে, আমরা তাকে সে পথেই ফিরিয়ে দেবো, যে পথে সে নিজে ফিরে গেছে এবং অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত-১১৫)

এখানে আমরা দেখছি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর আনুগত্য-অনুবর্তন পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। আর তাঁর অবাধ্য হওয়ার পরিণতিতে রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুণ। এ থেকে মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব-পরিষ্কার হয়ে যায়।

● রসূলুল্লাহর আনীত বিধানের আনুগত্য

(٢٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص : لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاه تَبْعًا لِّمَا جِئْتَ بِهٖ – (شرح السنة)

হাদিস ২২ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে করিম সা. বলেছেন: ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবেনা, যতোক্ষণ না তার ইচ্ছা-খায়েশ ও কামনা-বাসনা সেই শরীয়তের পূর্ণ অনুগত হয়ে যায়-যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। (শরহুস্ সুন্নাহ)

(٢٣) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص يَابُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىْ وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ – ثُمَّ قَالَ يَابُنَىَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ – (ترمذى)

হাদিস ২৩ : আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন : বেটা! সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ গোটা যিন্দেগী) এমনভাবে অতিবাহিত করো যে, কারো প্রতি তোমার কোনো বিদ্বেষ এবং অমংগল চিন্তা থাকবে না। অতপর বললেন প্রিয় বৎস! এটাই হচ্ছে আমার সুন্নত (রীতি)। যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সংগে থাকবে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : প্রথমোক্ত হাদিসে 'যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি' বাক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত মুহাম্মদ সা. প্রেরিত হয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ আকীদাহ-বিশ্বাস, একটি স্বতন্ত্র ধ্যান-ধারণা ও একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

নিয়ে। তাঁর আনীত সেই মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার নাম হচ্ছে 'ইসলাম'। বলা হয়েছে, মানব জীবনের সমস্ত ইচ্ছা-আকাংখা ও কামনা-বাসনা ইসলাম কেন্দ্রিক হতে হবে। তা না হলে সে মুমিন হতে পারবেনা।

দ্বিতীয় হাদিসে ব্যবহৃত 'সুন্নত' শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। রসূলে করিম সা. আল্লাহর নিকট থেকে যে বিধান ও শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, তা যে যে নিয়ম পদ্ধতিতে তিনি পালন ও বাস্তবায়ন করে গেছেন তা-ই হচ্ছে তাঁর সুন্নত। আল্লাহর দীন পালনের ব্যাপারে কেউ যদি রসূলের সুন্নতকে পরিহার করে নতুন কোনো নিয়ম-পদ্ধতি তৈরি করে নেয়, তবে তা বিদয়াত তথা গোমরাহী।

● রসূল হবেন সকলের চাইতে প্রিয়তম

(٢٤) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - (متفق عليه)

হাদিস ২৪ : আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবেনা, যতোক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হই। (বুখারি, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : একজন মুমিনের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরই তাঁর রসূল সর্বাধিক প্রিয় হতে হবে। মূলত: এটাই মুমিনের ঈমানের দাবি। কারণ সে রসূলের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করেছে। হিদায়াত ও মুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছে। সুতরাং সকল মানুষ, সকল নিকটতম আত্মীয়ের তুলনায় রসূলই তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হওয়া উচিত। ঈমানের এ দাবিকে যে উপেক্ষা করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন এবং তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ عَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ن اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ ؟

فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ - (التوبة : ٢٤)

অর্থ : হে নবী! বলে দাও; যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি, ভাই-বেরাদার, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় করো এবং তোমাদের সেই ঘর-বাড়ি যা তোমরা খুবই ভালোবাসো-এগুলো যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তার রসূল এবং তার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ ফাসিক লোকদের কখনো হিদায়াত করেননা।" (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত-২৪)

● রসূলকে ভালোবাসার পরীক্ষা

(٢٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّكَ قَالَ اُنْظُرْمَا تَقُوْلُ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِتِجْفَافًا- لِلْفَقْرُاَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ - (ترمذى)

হাদিস ২৫ : আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী করিম সা.-এর নিকট এসে বললো: আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন: তুমি যা বলছো, সে বিষয়ে আরো ভেবে দেখো। সে বললো: আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যি আপনাকে ভালোবাসি। রসূলুল্লাহর প্রশ্নের জবাবে সে ব্যক্তি তিনবার একই কথা বললো। তখন নবী করীম সা. বললেন: তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে দু:খ-দারিদ্রের মোকাবেলা করার জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করো। যারা আমাকে ভালোবাসে, দু:খ-দারিদ্র তাদের দিকে প্লাবনের চাইতেও দ্রুত বেগে এগিয়ে আসে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : বাতিল সমাজের অধীনে মুহাম্মদ সা.-এর সত্যিকারের অনুসারীদের চলার পথ ফুল বিছানো হয়ে থাকেনা। কেননা সমাজের গোটা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাবি-কাঠি তো বাতিলপন্থী কায়েমী স্বার্থবাদীদেরই মুষ্টিবদ্ধে থাকে। মুমিনদের জন্যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সংকীর্ণ হয়ে আসে। আর রোজগারের সমস্ত হালাল পথ রুদ্ধ হয়ে আসে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা একজন ঈমানদার লোককে পরীক্ষা করতে চান যে, আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমানের যে দাবি সে করেছে, তার সে দাবি কতোটা খাঁটি ও সুদৃঢ়। বিভিন্ন প্রকার দু:খ-দারিদ্র ও অভাব-অনটন দ্বারা আল্লাহ তায়ালা এ পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। মুমিনদের সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে এরশাদ করেন :

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ - (العنكبوت : ٢)

অর্থ : লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হবেনা?"(সূরা ২৯ আনকাবূত : আয়াত-২)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِالصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ - وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ - (البقرة : ١٥٥.١٥٧)

অর্থ : আমরা অবিশ্যি ভয় বিপদ, ক্ষুধা অনশন, জানমালের ক্ষয় ক্ষতি এবং উৎপাদন ও আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো। এমতাবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করবে এবং বিপদ উপস্থিত হলে বলবে: 'আমরা আল্লাহরই জন্যে আর আল্লাহরই নিকট আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'-তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং তারা আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথগামী।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৫৫-১৫৭)

● মুহাম্মদ সা. আদর্শ চরিত্রের মানদন্ড

(٢٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ

كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدٰى هَدْيِ مُحَمَّدٍ – (مسلم)

হাদিস ২৬ : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন : সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে মুহাম্মদের চরিত্র।" (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বস্তুত, আল্লাহর কিতাব হচ্ছে একটি আদর্শের (ইসলাম) থিওরী আর মুহাম্মদ সা. হলেন সেই আদর্শের বাস্তব মডেল। তাই ইসলামকে অনুসরণ ও বাস্তবে রূপদান করতে হলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর যিন্দেগীকে মডেল ও মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বা বাস্তব কুরআন। তাই তো রসূলুল্লাহর চরিত্র কেমন ছিলো? এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আয়েশা রা. বলেছেন :

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

অর্থ : কুরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র।' আর স্বয়ং কুরআনই তাঁর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে :

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (القلم : ٤)

অর্থ : নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা নুন ওয়াল কালাম : আয়াত-৪)

● রসূলকে যথাযথ অনুসরণ করতে হবে

(٢٧) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص وَقَدْ غَفَرَاللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَاتَاَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّىْ اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُوْا وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَاوَكَذَا؟ مَاوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ اللّٰهَ

وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ –

হাদিস ২৭ : আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: তিন ব্যক্তির একটি দল নবী করিমের স্ত্রীগণের নিকট এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলো। এ বিষয়ে তাদের অবহিত করা হলে তারা তাঁর ইবাদতকে অপ্রতুল মনে করে বলাবলি করতে লাগলো: নবী সা.-এর সংগে আমাদের কি তুলনা! আল্লাহ তো তাঁর আগে পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের একজন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলো যে, আমি রাতভর নফল নামায পড়ে কাটাবো এবং কোনো বিরতি দিবোনা। অপর একজন বললো: আমি প্রতিদিন রোযা রাখবো এবং কখনো রোযা ভাংবোনা। তৃতীয় ব্যক্তি বললো: আমি নারী থেকে দূরে থাকবো এবং কখনো বিয়েই করবোনা।" (তাদের বক্তব্য অবগত হয়ে) নবী করীম সা. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন: তোমরাই কি এই এই কথা বলছিলে? তবে শুনো! আমি অবশ্যি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তাঁর নাফরমানী থেকে অধিক দূরে থাকি। অথচ নফল রোযা আমি কখনো রাখি আবার কখনো ছেড়ে দিই। রাতে কিছু অংশ নফল নামায পড়ি আবার কিছু অংশ ঘুমাই। আর নারীদেরও আমি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার অবলম্বিত নিয়ম নীতি অবজ্ঞা ও পরিহার করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)

● রসূল সা. দুটি জিনিস রেখে গেছেন

(٢٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَطَبَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ –

(موطا –امام مالك رض)

হাদিস ২৮ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের দিন রসূলুল্লাহ সা. তাঁর ভাষণে বলেছিলেন: আমি তোমাদের জন্যে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি-যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবেনা। তার একটি হচ্ছে-আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর নবীর সুন্নাহ।

● নবীর পদাংক অনুসরণের পুরস্কার

(٢٩) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهُ اَجْرُمِاْةَ شَهِيْدٍ -

হাদিস ২৯ : ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে দীনী চরিত্রের বিকৃতি ও বিপর্যয়কালে আমার পদাংক অনুসরণ করে চলবে, তাকে একশ' শহীদের পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। (তারগীব ও তারহীব)

● মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী

(٣٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ اِلَّا مَوْضِعَ لِبْنَةٍ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وَضَعْتَ هٰذِهِ اللَّبْنَةِ قَالَ فَاَنَا اللَّبْنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ - (بخارى)

হাদিস ৩০ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ : এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। অত:পর লোকেরা এসে অট্টালিকাটি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকলো : ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি!' রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আমিই সেই ইট, আমিই সর্বশেষ নবী। (সহীহ বুখারি)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সা.-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যেনো আর কোনো নবী প্রেরণের প্রয়োজন না হয় সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। বস্তুত একজন নবী অতীত হবার পর তিনটি কারণে আরেকজন নবী প্রেরণের প্রয়োজন পড়ে-

১. পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেলে এবং তা আবার পেশ করার প্রয়োজন পড়লে,
২. পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা অপূর্ণাংগ হয়ে থাকলে এবং তাতে সংশোধন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দিলে,

৩. পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে এবং অন্যান্য জাতির জন্যে পৃথক নবী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিলে।

কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহকে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত এ তিনটি কারণই মিটিয়ে দিয়েছেন :

১. মুহাম্মদ সা.-এর আনীত কিতাব ও তাঁর পূর্ণাংগ শিক্ষা শাশ্বত ও চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁর দীন কি ছিলো, তিনি কি হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন, কোন ধরনের জীবন পদ্ধতি চালু করেছিলেন এবং কোন ধরনের জীবন পদ্ধতি তিনি খতম করার ও বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন-যেকোনো সময় তা জানা যেতে পারে। এ বিষয়গুলো জানার উপায় পুরোপুরি সংরক্ষিত রয়েছে। কাজেই তাঁর শিক্ষা ও হিদায়াতসমূহ যখন খতম হয়ে যায়নি, তখন সেগুলোকে নতুন করে উপস্থাপন করার জন্যে কোনো নবী আগমনের প্রয়োজন নেই।

২. মুহাম্মদ রসূলূল্লাহর সা. মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে ইসলামের পূর্ণাংগ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এখন আর তার মধ্যে কিছু বাড়ানো কমানোর প্রয়োজন নেই। আর তাতে এমন কোনো কমতি নেই যে তা পূরণ করার জন্যে নবীর আগমন প্রয়োজন। কাজেই দ্বিতীয় কারণটিও দূর হয়ে গেলো।

৩. মুহাম্মদ সা.-কে কোনো বিশেষ জাতির জন্যে নয়, বরঞ্চ সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্যে তাঁর শিক্ষাই যথেষ্ট। এতে করে তৃতীয় কারণটিও দূরীভূত হয়ে গেলো।

বস্তুত মুহাম্মদ সা. কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির নবী। নবীর ধারাবাহিকতা তাঁর উপর খতম করে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষের জন্যে যে পরিমাণ বিধান ও নিদের্শাবলী দান করতে চেয়েছিলেন তা সবই তাঁর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং এখন আল্লাহর এ সর্বশেষ নবীর উপর ঈমান আনা সত্য সন্ধানী প্রতিটি মানুষের জন্যে অপরিহার্য। তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তার অনুসরণ করা তাদের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য।

●

৪

আখিরাত

● **আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহর বাণী**

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ - (عنكبوت : ٥٧)

অর্থ : প্রতিটি জীবআত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। অতপর তোমাদের সকলকেই আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।" (সূরা ২৯ আন কাবূত : আয়াত-৫৭)

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ - (المؤمنون : ١٠٠)

অর্থ : আর তাদের মরে যাওয়ার পর পুনরুত্থান পর্যন্ত একটি বরযখ রয়েছে।" (সূরা ২৩ আল মুমিনূন : আয়াত-১০০)

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ - (يس : ٥٣)

অর্থ : একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ হবে আর সেইসাথে সকলকেই আমাদের সামনে হাযির করে দেয়া হবে।" (সূরা ৩৬ ইয়াসিন : আয়াত-৫৩)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا فِيْهَا أَنْتَ ذِكْرٰهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا -

অর্থ : লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামতের নির্দিষ্ট ক্ষণটি কখন উপস্থিত হবে? তার নির্দিষ্ট সময় বলাতো তোমার কাজ নয়। সে বিষয়ের জ্ঞান তোমার রব পর্যন্তই সীমিত।" (সূরা আন নাযিয়াত : আয়াত ৪২-৪৪)

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ – (الانبياء : ٤٧)

অর্থ : কিয়ামতের দিন আমরা সঠিক নির্ভুল ওজনের দাঁড়িপাল্লা সংস্থাপন করবো। এতে করে কোনো লোকের উপরই বিন্দু পরিমাণ যুল্‌ম হবেনা। প্রত্যেকেরই একটি শস্য পরিমাণ কৃতকর্মও আমরা সামনে হাযির করবো। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্যে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত-৪৭)

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طٰئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا – اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا – (الاسراء : ١٣-١٤)

অর্থ : প্রত্যেকের ভালো-মন্দ কর্মলিপি আমরা তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। কিয়ামতের দিন আমরা তার জন্যে একটি কিতাব বের করবো যা সে নিজের সামনে উন্মুক্ত পাবে। তাকে বলা হবে: নিজের রেকর্ড পড়ো। আর তুমি নিজেই নিজের হিসাব করার জন্যে যথেষ্ট।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ১৩-১৪)

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا – لَايَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ – (النبا : ٣٨)

অর্থ : সেদিন জিব্রীলসহ সমস্ত ফেরেশতা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। টু-শব্দটি পর্যন্ত কেউ করতে পারবেনা। তবে দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেন।" (সূরা ৭৮ আন নাবা : আয়াত-৩৮)

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ – (الرحمن : ٤١)

অর্থ : পাপীদেরকে সেদিন চেহারা দ্বারাই চেনা যাবে।" (সূরা ৫৫ আর রাহমান : আয়াত-৪১)

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا –

অর্থ : সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে।" (সূরা ৮৪ আল ইনশিকাক : আয়াত ৭-৮)

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ وَرَاءَ ظَهْرِهٖ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا - (الانشقاق : ١٠-١١)

অর্থ : আর যার আমলনামা পিছন দিক থেকে দেয়া হবে সে শুধু মৃত্যুকে ডাকবে।" (সূরা ৮৪ আল ইনশিকাক : আয়াত ১০-১১)

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ -

অর্থ : যারা পরস্পর বন্ধু ছিলো-সেদিন তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে তাকওয়ার পথ অবলম্বনকারী নয়।" (সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত-৬৭)

يَوْمَ لَايُخْزِيْ اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ - (التحريم : ٨)

অর্থ : সেদিন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এবং নবীর ঈমানদার সংগী-সাথীদেরকে লজ্জিত লাঞ্ছিত করবেননা। তাদের নূর তাদের সামনে সামনে এবং ডান পাশে দৌড়াতে থাকবে।" (সূরা ৬৬ আত তাহরিম : আয়াত-৮)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا - (الزمر : ٧١)

অর্থ : (ফায়সালা হয়ে যাবার পর) কাফিরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে।" (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত-৭১)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا - (الزمر : ٧٣)

অর্থ : আর যেসব লোক নিজেদের রবের নাফরমানী থেকে বিরত থেকেছিল দলে দলে তাদের জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত-৭৩)

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَالْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى - (النازعات : ٣٧-٣٩)

অর্থ : যারা দুনিয়ায় খোদাদ্রোহীতা করেছিলো এবং দুনিয়ার জীবনকে

অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল, দোযখই হবে তাদের পরিণাম।" (সূরা ৭৯ আন নাযিয়াত : আয়াত ৩৭-৩৯)

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى - (النازعات : ٤٠-٤١)

অর্থ : আর যারা তাদের রবের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তিকে মন্দ বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল জান্নাত হবে তাদের আবাস।" (সূরা ৭৯ আন নাযিয়াত : আয়াত ৪০-৪১)

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ - (الغاشية : ١-٧)

অর্থ : তোমার নিকট সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদ (কিয়ামত) বার্তা পৌঁছেছে কি? সেদিন কিছু লোক হবে ভীত সন্ত্রস্ত। কঠিন শ্রমক্লান্ত। তীব্র অগ্নিশিখায় হবে তারা ভস্মিভূত। টগবগ করে ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদের দেয়া হবে পান করতে। কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া তাদের জন্যে থাকবেনা অন্য কোনো খাদ্য। এ খাদ্যে না তারা পরিপুষ্ট হবে আর না নিবৃত্ত হবে তাদের ক্ষুধা।" (সূরা ৮৮ আল গাশিয়া : আয়াত ১-৭)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ - (الغاشية : ٨-١٦)

অর্থ : কতিপয় চেহারা হবে সেদিন চাকচিক্যময় সমুদ্ভাসিত। নিজেদের চেষ্টা সাধনার জন্যে হবে তারা সন্তুষ্টচিত্ত। তারা অবস্থান করবে সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে। কোনো বাজে কথা সেখানে তারা শুনবেনা। সেখানে ঝর্ণাধারা থাকবে প্রবহমান। থাকবে উঁচু আসনসমূহ আর সুসজ্জিত

পান-পাত্র। ঠেশবালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে আরো থাকবে সুকোমল শয্যা বিছানো।" (সূরা ৮৮ আল গাশিয়া : আয়াত ৮-১৬)

اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ – (الشورى : ١٨)

অর্থ : সাবধান! যারা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে সন্দেহে নিমজ্জিত, গোমরাহীতে তারা অনেক অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।" (সূরা ৪২ আশ শূরা : আয়াত-১৮)

● আল্লাহ্‌র বাণীর সারকথা

উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে আখিরাতের যে ছবি পাওয়া গেলো, এখানে সাজিয়ে লেখা হলো সে ছবিটির ধারাবাহিক চিত্র :

১. প্রত্যেককেই মরতে হবে। মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।
২. মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হবে বরযখের জীবন।
৩. প্রচন্ড শব্দে কিয়ামতের ধ্বংস অনুষ্ঠিত হবে। তখন সব মানুষকে আল্লাহর কাছে হাযির করা হবে।
৪. কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে তা কেউ জানেনা, এমনকি রসূলও নন।
৫. কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষের কৃতকর্মের সঠিক হিসাব নেয়া হবে। কারো প্রতি কিছুমাত্র যুল্‌ম করা হবেনা।
৬. প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের যথাযথ রেকর্ড করা হচ্ছে। কিয়ামতের দিন সেটা তার সামনে উন্মুক্ত করা হবে এবং তাকেই তার সেই রেকর্ড পড়ে নিজের বিচার নিজেকে করতে বলা হবে।
৭. সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারবেনা।
৮. অপরাধীদেরকে সেদিন চেহারা দেখেই চেনা যাবে।
৯. কিছু লোকের কৃতকর্মের রেকর্ড সম্মানের সাথে তাদের ডান হতে দেয়া হবে এবং সহজ হিসাব নেয়া হবে।
১০. কিছু লোকের রেকর্ড দেয়া হবে তাদের পেছনের দিক থেকে। সে সময় তারা শুধু মৃত্যুকে ডাকবে।
১১. আল্লাহভীরুরা ছাড়া পৃথিবীর জীবনের সব বন্ধুরা সেখানে পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে।
১২. নবী এবং তার ঈমানদার অনুসারীদের আল্লাহ সেদিন অপমানিত করবেননা। সেদিন তাঁদের থেকে নূর বিকীর্ণ হবে।

১৩. কাফিরদের সেদিন দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে।
১৪. আল্লাহভীরু লোকদেরকে সেদিন মিছিল সহকারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।
১৫. এ জীবনে যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে এবং দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে, তারাই জাহান্নামে যাবে।
১৬. এ জীবনে যারা পরকালে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তিকে মন্দ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল, তারাই জান্নাতে যাবে।
১৭. পাপিষ্ঠরা পরকালে অগ্নিশিখায় দগ্ধ হতে থাকবে।
১৮. আল্লাহ ভীরুরা তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেদিন সন্তুষ্ট হবে। তাদের আবাস হবে উচু মর্যাদার জান্নাত। তাদের জন্যে থাকবে অকল্পনীয় ভোগ বিলাসের সমাহার।
১৯. যারা পরকালের ব্যাপারে সন্দিহান, তারাই বিভ্রান্ত।

পরকাল সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভংগি পোষণ করা এবং তা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করাই হলো 'ঈমান বিল আখিরাত।'

হাদিসে রসূলে আখিরাত

● প্রত্যেককেই কবরের সওয়াল জওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে

(٣١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ الْعَازِبِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلاَنِ لَهٗ : مَنْ رَّبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ – فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ : مَادِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ : دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ – فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ : مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ : وَمَايُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ – فَذَالِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" اَلْاٰيَةِ - قَالَ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ : اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ - فَيُفْتَحُ لَهُ - قَالَ فَيَاتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهٖ- وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ : وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِىْ جَسَدِهٖ - وَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ - فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ - فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَادِيْنُكَ - فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لَااَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ : مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ - فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ - فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ : اَنْ كَذَّبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ - وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ - وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ - قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا - قَالَ : وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعَهُ - ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ اَعْمٰى اَصَمَّ مَّعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا - فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ - (مسند احمد، ابو داؤد)

হাদিস ৩১ : বারা ইবনে আযিব রা. রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: কবরে রেখে আসার পর মুমিন বান্দার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসায়। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করে:

আপনার রব কে? জবাবে তিনি বলেন : আল্লাহ আমার রব।' তাঁরা জিজ্ঞেস করে: আপনার দীন কি? তিনি বলেন : ইসলাম আমার দীন।' তাঁরা জিজ্ঞেস করে: এই যে লোকটি আপনাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? জবাবে মুমিন ব্যক্তি বলেন: তিনি আল্লাহর রসূল।' অতপর ফেরেশতা জানতে চায়: আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন? তিনি জানান: আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং (তাতে তাঁর পরিচয় পেয়ে) তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি।' এ প্রসংগে নবী করিম সা. কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে বলেন যে, এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'মুমিনদেরকে আল্লাহ তায়ালা একটি সুদৃঢ় কথার উপর অটল-অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।'[১] রসূলুল্লাহ সা. বলেন: অতপর আকাশের দিকে থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন: আমার বান্দা যথার্থ জবাব দিয়েছে। সুতরাং তার জন্যে বেহেশতী ফরাশ পেতে দাও আর তাকে বেহেশতের পোশাক পরিয়ে দাও। তার কবর থেকে বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।" সুতরাং তার জন্যে বেহেশতের দিকে একটা দরজা খুলে দেয়া হয়। নবী করিম সা. বলেন: এতে করে তার দিকে বেহেশতের স্নিগ্ধ সমীরণ আর সুরভি বয়ে আসতে থাকে এবং তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়।'

অতপর নবী করিম সা. কাফিরদের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেন: তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে: তোমার রব কে? উত্তরে সে বলে: হায়রে হায়, আমি কিছুই জানিনা। অতপর তাঁরা তাকে প্রশ্ন করে: তোমার দীন কি? সে বলে: হায় হায়, আমার কিছুই জানা নেই।' তাঁরা জিজ্ঞেস করে: এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন, তিনি কে? সে জবাব দেয়: হায়রে হায়, আমি কিছুই জানিনা।' অতপর আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন: 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্যে দোযখ থেকে একটি বিছানা এনে দাও এবং তাকে দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও। তার জন্যে দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও।' নবী করিম সা. বলেন: দরজা খুলে দেয়ার ফলে তার প্রতি দোযখের উত্তাপ ও লু-হাওয়া আসতে থাকে। তিনি বলেন: এবং তার কবরকে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। এতে তার একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতপর তার জন্যে এমন এক অন্ধ ও বোবা ফেরেশতাকে

নিযুক্ত করা হয়-যার সাথে থাকে লোহার হাতুড়ি। এটা এমন হাতুড়ি যা দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হলে পাহাড়ও মাটি হয়ে যেতে বাধ্য। ফেরেশতা সেই হাতুড়ি দ্বারা তাকে সজোরে আঘাত করতে থাকে। এতে সে এমন বিকট শব্দে চীৎকার করতে থাকে, যা মানুষ আর জিন ছাড়া প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীই শুনতে পায়। আঘাতের সাথে সাথে সে মাটিতে মিশে যায়। অতপর তার দেহে পুনরায় রূহ ঢুকিয়ে দেয়া হয় (এবং এভাবে শাস্তি চলতে থাকে)। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, এ ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ হাদিসটি-বুখারি, মুসলিম, তিরমিযিসহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।)

● কিয়ামতের দৃশ্য

(৩২) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ "اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" .. (رواه ترمذى)

হাদিস ৩২ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ চোখে কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করতে চায়, সে যেনো নিম্নোক্ত সূরাগুলো পড়ে নেয়: ১. সূরা আত্তাকভীর ২. আল ইনফিতার ৩. আল ইনশিকাক। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : এই তিনটি সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে। সূরা তিনটির এ সংক্রান্ত অংশগুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

সূরা আত্তাকভীর : "যখন সূর্যকে গুটিয়ে দেয়া হবে; তারকারাজি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। পর্বতসমূহকে চালিয়ে দেয়া হবে, দশমাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হবে; যখন সকল জীব-জন্তুকে চারিদিক থেকে গুটিয়ে একত্র করা হবে; যখন সমুদ্রকে উত্তেজিত করে দেয়া হবে; প্রাণগুলোকে তাদের দেহের সংগে জুড়ে দেয়া হবে; যখন জীবন্ত প্রোথিত বালিকার নিকট জিজ্ঞেস করা হবে, সে কোন্ অপরাধে নিহত হয়েছিল? যখন আমলনামাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে; যখন আকাশমন্ডলের অন্তরাল দূরীভূত করা হবে, জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে এবং জান্নাত নিকটে আনা হবে- তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে

কী নিয়ে হাযির হয়েছে।” (আয়াত : ১-১৪)

সূরা আল ইনফিতার : “যখন আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, দরিয়াগুলোকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে এবং কবরগুলো খুলে দেয়া হবে-তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার আগের ও পরের কৃতকর্ম জানতে পারবে।” (আয়াত : ১-৫)

সূরা আল ইনশিকাক : যখন আসমান দীর্ণ হবে এবং সে তার রবের নির্দেশ পালন করবে। আর নিজের রবের নির্দেশ পালন করাই তার যথার্থ কাজ। যখন যমীন সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার গর্ভে যা কিছু আছে, তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে সে শূন্য হয়ে যাবে। একাজ করে সে নিজ রবের নির্দেশ পালন করবে, আর এমনটি করাই তার জন্যে বাঞ্চনীয়। হে মানুষ! তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজ মালিকের দিকে চলে যাচ্ছ আর তাঁর সংগেই তুমি সাক্ষাত করবে। অতপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। তার হিসাব সহজ ভাবে গ্রহণ করা হবে। সে আনন্দ চিত্তে তার আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে। আর যে ব্যক্তির আমলনামা তার পিছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।” (আয়াত : ১-১২)

● হাশর ময়দানে আত্মীয়তার সম্পর্ক কাজে আসবেনা

(٣٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لَاَاُغْنِىَ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - وَيَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَااُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - يَاعَبَّاسُ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لَاَاُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا- وَيَاصَفِيَّةَ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَاَاُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَافَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَاشِئْتِ مِنْ مَّالِىْ لَاَاُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - (بخارى)

হাদিস ৩৩ : আবু হুরাইয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: (যখন রসূলুল্লাহ সা.-এর উপর কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হলো; “আর তোমার আত্মীয় প্রতিবেশীদের সতর্ক করো।” তখন রসূলুল্লাহ সা. (কোরাইশদের একত্র করে) বললেন :

হে কোরায়েশ! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচাও! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনোই উপকার করতে পারবোনা।

হে আবদে মানাফের বংশধররা! আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে পারবোনা।

হে (রসূলের চাচা) আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে আপনাদের আমি বিন্দুমাত্র বাঁচাতে পারবোনা।

হে রসূলের ফুফু সুফিয়া! পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমি আপনাদের রক্ষা করতে পারবোনা।

হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমার যা ইচ্ছা তা চেয়ে নিতে পারো। কিন্তু পরকালীন আযাব থেকে (কেবল কন্যা হবার কারণে) তোমাকে রক্ষা করতে পারবোনা। (বুখারি)

ব্যাখ্যা : হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ হাদিস থেকে জানা গেলো স্বয়ং নবী করিম সা. পর্যন্ত তাঁর আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেননা, যদি না তারা নিজেরাই নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করে। ঈমান ও আমল ছাড়া তারা নবী করিমের সা. সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য হতে পারেনা। অথচ বর্তমানে মুসলিম সমাজ শাফায়াত সংক্রান্ত অলীক ধারণা-কল্পনার পিছে ছুটছে।

তাদের এ ধারণা-কল্পনা পূর্বতন জাহেলি যুগের অন্ধ অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এখানে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংক্ষিপ্তাকারে শাফায়াতের সঠিক ধারণা পেশ করার প্রয়োজন মনে করছি।

পরকালীন শাফায়াত ও সুপারিশ সম্পর্কে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই মুখ পর্যন্ত খুলতে পারবেনা। কুরআনে বলা হয়েছে :

يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّابِاِذْنِهٖ – (هود : ١٠٥)

অর্থ : কিয়ামতের দিন যখন আসবে, সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া টু'শব্দটি করার ক্ষমতা পর্যন্ত কারো থাকবেনা।" (সূরা ১১ হুদ : আয়াত-১০৫)

مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّابِاِذْنِهٖ – (البقرة : ٢٥٥)

অর্থ : আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে এমন কে আছে।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত-২৫৫)

يَوْمَئِذٍ لَّاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّامَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا – (طه : ١٠٩)

অর্থ : করুণাময় আল্লাহ যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং যার কথা শোনা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া অন্য কারো শাফায়াত ফলবতী হবেনা।" (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ১০৯)

এ প্রসংগে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন, তিনি কেবল সেইসব লোকদের পক্ষেই সুপারিশ করতে পারবেন, যাদের সম্পর্কে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ তায়ালা রাজি হন। অর্থাৎ তিনি কখনো কাফির, মুশরিক ও যালিমের জন্যে সুপারিশ করতে পারবেননা। কুরআনে বলা হয়েছে:

وَلَايَشْفَعُوْنَ اِلَّالِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ –

অর্থ : তারা সেইসব লোকদের ছাড়া আর কারোর পক্ষে সুপারিশ করতে পারবেনা, যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজি হন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত-২৮)

এ প্রসংগে তৃতীয় কথা হলো, কোনো যালিমের জন্যে বন্ধু ও সুপারিশকারী সেদিন হবেনা। কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে:

مَالِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَاشَفِيْعٍ يُّطَاعُ – (المؤمن : ١٨)

অর্থ : সেদিন যালিমদের জন্যে কোনো অন্তরংগ বন্ধুও থাকবেনা আর থাকবেনা কোনো সুপারিশকারী যার কথা শুনা হবে।" (সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত-১৮)

হাদিস থেকে জানা যায়, সকল বনি আদম হাশরের ময়দানে হযরত আদম আ. থেকে আরম্ভ করে সকল বড় বড় নবীগণের নিকট আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার অনুরোধ নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু তাঁরা সকলেই নিজেদের গুনাহের কথা চিন্তা করে ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কারণে জনতার সুপারিশের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করবেন। অবশেষে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তবে তিনি কোনো যালিম ও শাস্তিরযোগ্য ব্যক্তির জন্যে

শাফায়াত করবেননা। তিনি সুপারিশ করবেন আল্লাহরই অনুমতিক্রমে কেবল সেইসব লোকদের জন্যে, যাদের সম্পর্কে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজি। এ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা.-কে বাদ দিয়ে যেসব লোকদের সুপারিশ লাভের আশায় দুনিয়ার লোকেরা তাদেরকে খুশি করার চেষ্টা করছে তাদের এই কর্মপন্থা কতোটা ভ্রান্ত!

● ময়দানে হাশরে সকলকেই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে

(٣٤) عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : لَاتَزُوْلُ قَدمَاابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلُ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِه فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِه فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِه مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ -

হাদিস ৩৪ : আবু মাসউদ রা. নবী করিম সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কিয়ামাতের দিন আদম সন্তান দু'পা (স্ব-স্থান থেকে) এক কদমও নড়াতে পারবেনা, যতোক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে নেয়া হবে :

১. সে তার জীবনকাল কোন্ কোন্ কাজে অতিবাহিত করেছে?
২. যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন্ কাজে ব্যয় করেছে?
৩. ধন-সম্পদ, অর্থ-কড়ি কোথা থেকে কোন্ পথে উপার্জন করেছে?
৪. কোথায় কোন্ কাজে তা ব্যয় করেছে? এবং
৫. সে দীনের জ্ঞান যতোটুকু অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী কতোটুকু আমল করেছে? (তিরমিযি)

● হাশরে তিনটি ভয়াবহ মনযিল

(٣٥) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَاذَكَرَتِ النَّارِ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا يُبْكِيْكِ : قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ اَمَّافِىْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنَ فَلَايَذْكُرُاَحَدٌ اَحَدًا - عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمُ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ - وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ

هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ- حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهٗ فِىْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِىْ شِمَالِهٖ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِىْ جَهَنَّمَ - (ابوداؤد)

হাদিস ৩৫ : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। একদা তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। তাঁর কান্না দেখে রসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞেস করলেন; আয়েশা! কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন: আমার দোযখের কথা স্মরণ হয়েছে তাই আমি কাঁদছি। ওগো! কিয়ামতের দিন কি আপনারা আপনাদের স্ত্রীদের কথা স্মরণ করবেন? তিনি বললেন: অবশ্যি, তবে তিনটি জায়গায় কারো কথা কারো মনে থাকবেনা: ১. মীযানের কাছে, যেখানে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। তখন প্রত্যেকই এ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকবে যে, তার পাল্লা ভারী হবে কি হালকা ২. সে সময়, যখন আমলনামা হাতে দেয়া হবে এবং বলা হবে তোমার রেকর্ড পড়ো। তখন সকলেই এই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে নাকি পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে। আর ৩. তখন, যখন জাহান্নামের উপর রাখা পুলসিরাত পার হতে হবে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : ক. আল্লাহ তায়ালা বান্দার আমল পরিমাপ করার জন্যে হাশর ময়দানে মীযান (মানদণ্ড) স্থাপন করবেন। প্রত্যেক মানুষের বিন্দু পরিমাণ আমলও হাযির করা হবে- তা নেক আমল হোক কিংবা বদ আমল। আমলের পরিমাণ ও হিসাবের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্‌ম করবেননা। হক ও ইনসাফের সাথে তিনি ফায়সালা করবেন। অতপর যার নেকের পাল্লা ভারী হবে, তাকে জান্নাতে পাঠানো হবে। পক্ষান্তরে যার গুনাহের পাল্লা ভারী হবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্যেই আমল পরিমাপের সময়টা হবে প্রত্যেকের জন্যে একটা বিরাট সংকটকাল। এসময় নিজের ছাড়া আর অন্য কারো চিন্তা করার মতো হুঁশ মানুষের থাকবেনা।

খ. দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষের জন্যেই দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। তারা মানুষের প্রতিটি আমল রেকর্ড করে রাখছেন। ময়দানে হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তির এই রেকর্ড বা আমলনামা তার সামনে হাযির করা হবে। সে তার জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ড সেখানে লিপিবদ্ধ পাবে। নেক বান্দার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। আর গুনাহগারের

আমলনামা পিছন দিক থেকে তার বাম হাতে দেয়া হবে। আপন আপন আমলনামা হাতে দেয়ার পর প্রত্যেককেই বলা হবে :

اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

(اسراء : ١٤)

অর্থ : নিজের রেকর্ড নিজেই পড়ো। আজ তোমার হিসাব করার জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট।" (সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত-১৪)

এসময়টা প্রত্যেক বান্দার জন্যে হবে এক বিরাট সংকটকাল। কারণ তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে নাকি বাম হাতে, এ বিষয়ে সে কিছুই জানেনা। তাই পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় তখন অন্য কারো কথা তার স্মরণই হবেনা।

গ. হাশরের বিচার ফায়সালা হয়ে যাবার পর জান্নাত ও জাহান্নামবাসী প্রত্যেককেই একটা পুল অতিক্রম করতে হবে। এর নাম 'পুল সিরাত'। পুলটি জাহান্নামের উপর স্থাপিত। জান্নাতবাসীরা পুলটি অতিক্রম করে পেরিয়ে যাবে। আর জাহান্নামবাসীরা এ পুল পেরিয়ে যেতে পারবেনা। তারা সেখান থেকে জাহান্নামে পড়ে যাবে। কিন্তু পুল অতিক্রমকালে জান্নাতবাসীরাও পড়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। এ পুল অতিক্রমকালে নিজের ছাড়া অন্য কারো কথা তাদেরও মনে থাকবেনা। পুল পেরিয়ে যাবার পরই তবে তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

এ তিনটি কঠিন সময় ছাড়া ময়দানে হাশরে নেক বান্দারা তাদের নেক আত্মীয় স্বজনের কথা স্মরণ করবে। তারা পরস্পর মিলিত হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করবেন। তাদের থেকে নূর ছড়িয়ে পড়বে। ঈমানদার মুত্তাকী দীনি ভাইয়েরাও সেখানে পরস্পর মিলিত হবে। আল্লাহ তায়ালা হাশরের কঠিন আযাব থেকে তাদের রক্ষা করবেন। উত্তপ্ত হাশর ময়দানে তারা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ছায়াতলে অবস্থান করবেন। তাদের হিসাব নেয়া হবে সহজভাবে। উপরোক্ত হাশর ময়দানে রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে হাউজে কাউসারের সুমিষ্ট পানীয় পান করাবেন। অতপর মিছিলসহকারে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। জান্নাতের দ্বার রক্ষীরা তাদের স্বাগত জানাবে।

● জাহান্নামবাসীদের অবস্থা

(٣٦) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُلْقٰى عَلٰى اَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ - فَيَعْدِلُ مَاهُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ - فَيَسْتَغِيْثُوْنَ - فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِّنْ ضَرِيْعٍ - لَايُسْمِنُ وَلَايُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ - فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِىْ غُصَّةٍ - فَيَذْكُرُوْنَ اَنَّهُمْ يُجِيْزُوْنَ الْغُصَصَ فِى الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ - فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالشَّرَابِ فَيَرْفَعُ اِلَيْهِمُ الْحَمِيْمَ بِكَلَالِيْبُ الْحَدِيْدِ - فَاِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوْهِهِمْ شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ فَاِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ قَطَّعَتْ مَافِىْ بُطُوْنِهِمْ - فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ - فَيَقُوْلُوْنَ - اَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوْا بَلٰى - قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَادُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّافِىْ ضَلٰلٍ - قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْامَالِكًا - فَيَقُوْلُوْنَ يَامَالِكًا لِيَقْضِ عَلَيْنَا وَرَبُّكَ - قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ : اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ - قَالَ الْاَعْمَشُ : نُبِّئْتُ اَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ اِجَابَةِ مَالِكٍ اَلْفَ عَامٍ - قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ فَلَااَحَدَ خَيْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ - فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ - رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ - قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ اِخْسَئُوْافِيْهَا وَلَاتُكَلِّمُوْنَ - فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَئِسُوْامِنْ كُلِّ خَيْرٍ - وَعِنْدَ ذَالِكَ يَاْخُذُوْنَ فِى الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ - (رواه الترمذى)

হাদিস ৩৬ : আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জাহান্নামবাসীদের চরমভাবে ক্ষুধার্ত করা হবে। তাদের ক্ষুধা আর জাহান্নামের আযাব উভয়টাই হবে সমান কষ্টদায়ক। এ ক্ষুধা নিবারণের জন্যে তারা খাবার প্রার্থনা করবে। অতপর তাদের শুষ্ক কাঁটাযুক্ত খাদ্য দেয়া হবে। এতে তাদের স্বাস্থ্যেরও কোনো কল্যাণ হবেনা আর ক্ষুধাও নিবৃত হবেনা। সুতরাং তারা পুনরায় খাবার প্রার্থনা করবে। অতপর চরম আটাযুক্ত খাদ্য তাদের দেয়া হবে যা তাদের কণ্ঠদেশে আটকে যাবে। (অর্থাৎ বেরও করতে পারবেনা এবং ভিতরেও ঢুকাতে পারবেনা)। এতে করে তাদের স্মরণ হবে যে, দুনিয়ায় থাকতে তারা মুখ ভরে শরাব নিয়ে কণ্ঠদেশে গরগরা করত। তখন তারা পানি পান করতে চাইবে। এতে করে লৌহ গলানো তরল উত্তপ্ত পদার্থ তাদের পান করতে দেয়া হবে। এগুলো তাদের মুখের কাছে নিতেই মুখমন্ডল ঝলসে যাবে। পেটে যাওয়ার সাথে সাথে পেটের নাড়িভুড়ি ছিদ্র হয়ে পড়ে যাবে। তখন তারা বলবে: জাহান্নামের রক্ষীদের ডাকো, তারা এসে বলবে: তোমাদের রসূলগণ কি তোমাদের কাছে হক ও বাতিলের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে যাননি? (তারা কি বেহেশতে যাওয়ার পথ এবং জাহান্নামের ভয় দেখাননি?) তারা জবাব দেবে: হাঁ। জাহান্নাম রক্ষীরা বলবে: তবে তোমরা আর্তনাদ করতে থাকো। তোমাদের হাহাকারের কোনোই জবাব মিলবেনা। তখন তারা জাহান্নামের প্রধান রক্ষীকে ডেকে বলবে: হে জাহান্নামের মালিক! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে মৃত্যু চেয়ে নিন। তিনি এসে জবাব দেবেন: এখানেই তোমাদের থাকতে হবে। (বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন: আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে, প্রধান রক্ষী কর্তৃক তাদেরকে জবাব এনে দিতে একহাজার বছর সময় লাগবে)। তখন তারা আল্লাহকে ডাকবে এবং বলবে: আল্লাহর চাইতে উত্তম আর কেউ নেই। তারা ফরিয়াদ করবে: হে আমাদের প্রভু! দুনিয়াতে আমরা পাপ করেছি। আমরা ভ্রান্ত পথগামী ছিলাম। হে প্রভু, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করো। পুনরায় যদি আমরা বিপথগামী হই তবে নিশ্চয়ই আমরা যালেম বলে গণ্য হবো। তখন আল্লাহ জবাব দেবেন: চরম নিরাশা নিয়ে তোমরা এখানেই থাকো। তোমাদের মুক্তির ব্যাপারে আর কোনো কথা তোমাদের সংগে হবেনা। এ জবাবের পর তারা সমস্ত কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। অগ্নিশিখা আর চরম দুঃখ ও ধ্বংসের মধ্যে তারা তখন নিক্ষিপ্ত হবে। (তিরমিযি)

● নেক লোকদের পরকালীন নিয়ামত

(٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ قَالَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالاَعَيْنٌ رَاَتْ وَلاَاُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلىٰ قَلْبِ بَشَرٍ- فَاقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ يَعْمَلُوْنَ - (بخارى)

হাদিস ৩৭ : আবু হুরাইরা রা. নবী করিম সা. থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন: আমি আমার সালেহ বান্দাদের জন্যে এমনসব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। কোনো কান কখনো শুনেনি এবং কোনো মানুষের মন কখনো কল্পনা করেনি। (বর্ণনাকারী বলেন) হাদিসটির সত্যতা প্রমাণের জন্যে ইচ্ছা করলে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে দেখতে পারো :

"কোনো মানুষই জানেনা তাদের জন্যে কি সব চক্ষুশীতলকারী পরম নিয়ামত সমূহ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের আমলের বিনিময়ে এগুলো তাদের দান করবো।" (সূরা ৩২ আস সাজদা : আয়াত-১৭)

ব্যাখ্যা : মূলত আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তাঁর নেক বান্দাদের জন্যে যেসব চক্ষুশীতলকারী পরম নিয়ামতসমূহ পুঞ্জীভূত রেখেছেন তা মানুষের কল্পনাতীত। গোটা কুরআন এবং হাদিস ভান্ডারে এর প্রাণাকর্ষী বর্ণনা রয়েছে। একটি হাদিসে বলা হয়েছে:

"বেহেশতের একটি সুই রাখার স্থানও গোটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতে উত্তম।"

● জান্নাতবাসীদের আল্লাহর দীদার লাভ

(٣٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ اِذَاسَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَاِذَاالرَّبُّ قَدْاَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ

قَوْلُ اللّٰهِ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِن رَّبٍّ الرَّحِيم "قَالَ فَيَنْظُرُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْئٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَادَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يُحْجَبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهٗ وَبَرَكَتُهٗ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ - (ابن ماجه - مسلم)

হাদিস ৩৮ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: জান্নাতবাসীরা তাদের নিয়ামতরাজি উপভোগে নিমগ্ন থাকবে। হঠাৎ উপর থেকে তাদের প্রতি নূর বিকীর্ণ হবে। মাথা উঠিয়ে তাকাতেই তারা দেখতে পাবে উপর দিক থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তশরীফ এনেছেন। অতপর তিনি বলবেন: আসসালামু আলাইকুম হে জান্নাতবাসীরা! নবী করীম সা. বলেন, এটাই হচ্ছে কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য: 'দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম দেয়া হবে।' নবী পাক সা. বলেন, অতপর আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং তারাও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। যতক্ষণ তারা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে ততোক্ষণ কোনো নিয়ামতের দিকে তাদের দৃষ্টি থাকবেনা। অতপর আল্লাহ ও তাদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেয়া হবে। কিন্তু তাদের উপর এবং তাদের ঘর-দোরে আল্লাহর নূর ও বরকত স্থায়ী হয়ে থাকবে। (ইবনে মাজাহ, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী)

● জান্নাতবাসীদের জন্যে আল্লাহর চিরস্থায়ী সন্তোষ

(٣٩) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَاَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَالَنَا لَانَرْضٰى وَقَدْ اَتَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ وَيَقُوْلُ اَنَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ وَقَالُوْ وَيَارَبِّ وَاَىُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا - (بخارى)

হাদিস ৩৯ : আবু সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবেন: হে জান্নাতবাসী! তারা জবাব দেবে: লাব্বায়েকা ওসাদাইকা হে আমাদের রব। তিনি বলবেন: তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা বলবে: হে আমাদের মালিক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবোনা? আপনিতো আমাদের এতো দিয়েছেন, যা আপনার অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেননি।' তখন আল্লাহ বলবেন: আমি এর চাইতেও উত্তম জিনিস তোমাদের দান করবো। তারা বলবে: ওগো আমাদের মনিব! এসবের চাইতেও উত্তম জিনিস আর কী হতে পারে? তিনি বলবেন: তোমাদের প্রতি আমার সন্তোষ ও রেজামন্দি চিরস্থায়ী করে দিলাম, তা আর কখনো পরিহার করে নেবনা।" (বুখারি)

● **জান্নাত ও জাহান্নামের রাস্তা**

(٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اَرْسَلَ جِبْرَائِيْلَ اِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ : اُنْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ : فَرَجَعَ اِلَيْهِ قَالَ : فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا - فَاَمَرَبِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ : اِرْجِعْ اِلَيْهَا فَانْظُرْ اِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا - قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهَا فَاِذَا قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ : اِذْهَبْ اِلَى النَّارِ فَانْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَاَمَرَبِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ : اِرْجِعْ اِلَيْهَا فَرَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَنْجُوْا مِنْهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا - (رواة الترمذى - ابوداؤد)

হাদিস ৪০ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সা. থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা জান্নাত ও

জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিব্রাইলকে জান্নাতের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে বললেন: যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্যে সেখানে আমি যেসব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছি তা দেখে এসো।' নির্দেশ মতো তিনি গিয়ে জান্নাত দেখলেন আর দেখলেন সেসব নিয়ামত যা আল্লাহ তার অধিবাসীদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন। অতপর তিনি আল্লাহর নিকট ফিরে এসে আরয করলেন: হে আল্লাহ, তোমার ইযযতের কসম! এমন জান্নাতের খবর যে শুনবে সে তাতে প্রবেশ না করে পারবেনা। অতপর আল্লাহর নির্দেশে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত দ্বারা জান্নাতকে পরিবেষ্টিত করে দেয়া হলো। এবার আল্লাহ বললেন: (হে জিব্রীল) যাও, পুনরায় জান্নাত দেখে এসো আর দেখে এসো তার অধিবাসীদের জন্যে সেখানে আমি যেসব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছি। জিব্রীল পুনরায় এলেন জান্নাতে। এবার এসেই তিনি দেখলেন, দুঃখ-কষ্ট আর মহাবিপদ-মুসীবত দ্বারা জান্নাত পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। ফিরে এসে বললেন: হে আল্লাহ, তোমার ইযযতের কসম! আমার আশংকা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। অতপর আল্লাহ বললেন: এবার গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসো আর দেখে এসো সেইসব (ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা) যা সেখানে আমি তার অধিবাসীদের জন্যে তৈরি করে রেখেছি। তিনি গিয়ে জাহান্নামের দৃশ্য অবলোকণ করলেন এবং ফিরে এসে আরয করলেন: হে আল্লাহ, তোমার ইযযতের কসম খেয়ে বলছি! যে ব্যক্তি জাহান্নামের সংবাদ শুনবে, সে কখনো তাতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হবেনা। অতপর আল্লাহর নির্দেশে কামনা বাসনা ও লোভ লালসা দ্বারা জাহান্নামকে পরিবেষ্টিত করে দেয়া হলো। এবার আল্লাহ বললেন: হে জিব্রীল পুনরায় জাহান্নাম পরিদর্শন করে এসো। (নির্দেশ মতো) তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে আরয করলেন: তোমার ইযযতের কসম খেয়ে বলছি, হে আল্লাহ! আমার আশংকা হচ্ছে সকল মানুষই জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং কেউ তা থেকে রক্ষা পাবেনা।

সূত্র : তিরমিযি, আবু দাউদ এবং সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ নাসায়ী শরীফে হাদিসটি সংকলিত হয়েছে। তিনটি গ্রন্থেই আবু হুরাইরার রা. সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযি এটিকে একটি বিশুদ্ধ হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন।

সারকথা : হাদিসটির সারকথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাত এবং জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন। জান্নাতকে পরম সুখ ও আনন্দ এবং

সীমাহীন নিয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। কিন্তু তাকে চরম দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। দ্বার পথ ভীষণ কন্টকাকীর্ণ। তা লাভ করার জন্যে প্রয়োজন কঠিন সাধনা, পরম ধৈর্য ও দৃঢ়তা। জাহান্নামকে সীমাহীন আযাবের স্থানরূপে তৈরি করে রেখেছেন। কিন্তু প্রবৃত্তিগত লোভ-লালসা ও কামনা বাসনা দ্বারা তা পরিবেষ্টিত। তার পথ বড়ই মনোহরী। তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেও প্রয়োজন কঠোর সাধনা এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তা।

শিক্ষা : ১. জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবতে ভরপুর। যে ব্যক্তি সত্যিকার মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে চায়, একদিকে শয়তান প্রতিদিন পদে পদে তার পথে ধোকা, ষড়যন্ত্র ও ছলনার জাল বিস্তার করে রাখে, অপরদিকে প্রতিটি কদম তাকে খোদাহীন বস্তুবাদী সমাজ-ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে হয়। তাই কুরআন মজীদে এ দুনিয়াকে মুমিনের পরীক্ষাগার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গোটা জীবনই মুমিনকে পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। আর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবতের এই অবিরাম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

২. দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে এই যে, মনোহরী লোভনীয় এ দুনিয়াকে লাভ করার পিছে ছুটবে যে ব্যক্তি, জাহান্নামই হবে তার চিরদিনের আবাস।

সমাপ্ত

●

হাদিসে রসূলে

তাওহীদ
রিসালাত
আখিরাত

শতাব্দী প্রকাশনী

আবদুস শহীদ নাসিম
লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন : কি ও কেন?
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিস্ময়
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
ঈমানের পরিচয়
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
পবিত্র জীবন
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি : কারণ ও প্রতিকার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল সা.
ঈমান ও আমলে সালেহ
শাফায়াত
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
নির্বাচনে জেতার উপায়

• কিশোর ও যুবকদের জন্যে বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)

• অনূদিত কয়েকটি বই

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ
আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ্
এন্তেখাবে হাদীস
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ ১ম - ৩য় খণ্ড
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড (এবং অন্যান্য খণ্ড)
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি
দাওয়াত ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
মৌলিক মানবাধিকার
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

• এছাড়াও আরো অনেক বই

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬
E-mail : Shotabdipro@yahoo.com